জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন

অক্টোবর ২০২৫

প্রথম খণ্ড

CamScanner

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

প্রতিবেদন

অক্টোবর ২০২৫

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৫, তারিখঃ ২৯ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

কার্যালয়

ব্লকঃ ১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহায়তায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন-সদস্যবৃন্দ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
সভাপতি

২। অধ্যাপক আলী রীয়াজ
সহ-সভাপতি

৩। ড. বদিউল আলম মজুমদার
সদস্য

৪। বিচারপতি এমদাদুল হক
সদস্য

৫। আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী
সদস্য (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-১৬ মে ২০২৫)

৬। ড. ইফতেখারুজ্জামান
সদস্য

৭। সফর রাজ হোসেন
সদস্য

৮। ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া
সদস্য (১৭ মে ২০২৫-)

কমিশনের সহযোগী
মনির হায়দার
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন)।

ভূমিকা

ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসানের লক্ষ্যে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে এবং ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণে বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই অভ্যুত্থানের ফলে দেশের ইতিহাসে একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয় যে, কতগুলো মৌলিক আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার দীর্ঘদিনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসবে এবং একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। জনগণের এ আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য খাত, শ্রম, স্থানীয় সরকার এবং নারী বিষয়ক আরও পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনগুলো নির্ধারিত সময়ে সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়।

এরপর ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি করে এবং প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রধান ও কয়েকজন সদস্য নিয়ে সাত সদস্যবিশিষ্ট ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশন’ নামে একটি নতুন কমিশন গঠন করা হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। কমিশন গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো মৌলিক সংস্কারের ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা, ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি জুলাই জাতীয় সনদ প্রণয়ন এবং উক্ত সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আট মাস ধরে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যেমন,

- ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের মুদ্রিত কপি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে প্রেরণ;
- ছয়টি সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশের তালিকা সরকারের কাছে প্রেরণ;
- পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদন থেকে গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ নিয়ে তৈরি স্প্রেডশিট ৩৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে প্রেরণ;
- স্প্রেডশিটে মতামত সংগ্রহের পরবর্তী ধাপে রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা আয়োজন;
- নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা সভা আয়োজন;
- অমিমাংসিত সুপারিশগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের সংলাপ আয়োজন;
- রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে ‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ চূড়ান্তকরণ;
- জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক আয়োজন;
- জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সংলাপ আয়োজন;
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সহায়তায় ‘Public Opinion Survey on National Reform’ শীর্ষক জরিপ পরিচালনা।

উপরোল্লেখিত কমিশনের সকল কার্যক্রমের বিবরণ নিয়ে বর্তমান প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তবে কলেবর বড় হওয়াতে প্রতিবেদনটিকে আট খণ্ডে সাজানো হয়েছে।

প্রথম খণ্ডে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ ও সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যগণের নামের তালিকা, জুলাই জাতীয় সনদ

বাস্তবায়ন নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যেসব বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে বৈঠক করেছে নামের তালিকা, কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত পরামর্শকগণের তালিকা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশসমূহের তালিকা, রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামতের জন্য প্রেরিত স্প্রেডশিট, স্প্রেডশিটের ওপর রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামতের একাংশ। আর স্প্রেডশিটের ওপর রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামতের বাকি অংশ তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডে প্রথম পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের এককভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার তালিকা, রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনার সারসংক্ষেপ, প্রথম পর্যায়ের আলোচনার পর স্প্রেডশিটের ওপর রাজনৈতিক দল ও জোটের সংশোধিত মতামত এবং প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় যে বিষয়গুলোতে ঐকমত্য হয়েছে তার তালিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে প্রেরিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির চিঠি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণের সংলাপের সারসংক্ষেপ, যেসব বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় উত্থাপন করা হয়নি তার তালিকা, সংশোধিত আকারে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ, রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে সংলাপের আলোচ্য বিষয়সমূহ, দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার তালিকা, রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপের সারসংক্ষেপ এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ডে খসড়া জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫, খসড়া সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত ও মতামতের সারাংশ, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর সমন্বিত খসড়া, জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ার বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত, জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ায় প্রস্তাবিত অঙ্গীকারনামা বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামত ও মতামতের সারাংশ, ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

সপ্তম খণ্ডে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের পর রাজনৈতিক দল ও জোট কর্তৃক প্রেরিত মতামত, 'নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম' নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিশনের বৈঠকের সারসংক্ষেপ, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত বৈঠকগুলোর সারসংক্ষেপ স্থান পেয়েছে।

সর্বশেষ অষ্টম খণ্ডে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহায়তায় 'Public Opinion Survey on National Reform' শীর্ষক জরিপের ফলাফল এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে নির্বাচন কমিশনে প্রেরিত এবং নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত চিঠিসমূহ স্থান পেয়েছে।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন মনে করে, কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি নতুন সংলাপ-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যার ফলে দলগুলো পরস্পরের মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও আট মাস ধরে আন্তরিকভাবে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করেছে, গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ খুঁজেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দলীয় অবস্থানের ঊর্ধ্বে ওঠে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এই ধারাবাহিক সংলাপের মধ্য দিয়েই ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫' প্রণীত হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দলিল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের পথ-নির্দেশক হয়ে উঠবে বলে কমিশন প্রত্যাশা করে।

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন ১
পরিশিষ্ট-০১ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ ও সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ ১১
পরিশিষ্ট-০২ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ১০৮
পরিশিষ্ট-০৩ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যগণের নামের তালিকা ১১৮
পরিশিষ্ট-০৪ বিশেষজ্ঞগণের নামের তালিকা ১১৯
পরিশিষ্ট-০৫ সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা ১২০
পরিশিষ্ট-০৬ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত পরামর্শকগণের তালিকা ১২৩

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)
পরিশিষ্ট-০৭ আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশসমূহের তালিকা
পরিশিষ্ট-০৮ রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামতের জন্য প্রেরিত স্প্রেডশিট
পরিশিষ্ট-০৯ স্প্রেডশিটের ওপর রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত (একাংশ)

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)
পরিশিষ্ট-১০ স্প্রেডশিটের ওপর রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত (একাংশ)

চতুর্থ খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)
পরিশিষ্ট-১১ প্রথম পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে এককভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে
পরিশিষ্ট-১২ রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনার সারসংক্ষেপ
পরিশিষ্ট-১৩ প্রথম পর্যায়ের আলোচনার পর স্প্রেডশিটের ওপর রাজনৈতিক দল ও জোটের সংশোধিত মতামত
পরিশিষ্ট-১৪ প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় যে বিষয়গুলোতে ঐকমত্য হয়েছে তার তালিকা

পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)
পরিশিষ্ট-১৫ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে প্রেরিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির চিঠি
পরিশিষ্ট-১৬ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণের সংলাপের সারসংক্ষেপ
পরিশিষ্ট-১৭ যেসব বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় উত্থাপন করা হয়নি
পরিশিষ্ট-১৮ সংশোধিত আকারে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ
পরিশিষ্ট-১৯ রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপের আলোচ্য বিষয়সমূহ
পরিশিষ্ট-২০ দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে
পরিশিষ্ট-২১ রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপের সারসংক্ষেপ
পরিশিষ্ট-২২ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

ষষ্ঠ খণ্ড ষষ্ঠ খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)

পরিশিষ্ট-২৩ খসড়া জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫
পরিশিষ্ট-২৪ খসড়া জুলাই জাতীয় সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত
পরিশিষ্ট-২৫ খসড়া জুলাই জাতীয় সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামতের সারাংশ
পরিশিষ্ট-২৬ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ (সমন্বিত খসড়া)
পরিশিষ্ট-২৭ জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ার বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত
পরিশিষ্ট-২৮ জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ায় প্রস্তাবিত অঙ্গীকারনামা বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামত ও মতামতের সারাংশ

সপ্তম খণ্ড সপ্তম খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)

পরিশিষ্ট-২৯ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের পর রাজনৈতিক দল ও জোট কর্তৃক প্রেরিত মতামত
পরিশিষ্ট-৩০ ‘নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম’ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিশনের বৈঠকের সারসংক্ষেপ
পরিশিষ্ট-৩১ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত ১ম সংলাপের সারসংক্ষেপ
পরিশিষ্ট-৩২ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত ২য় সংলাপের সারসংক্ষেপ
পরিশিষ্ট-৩৩ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত ৩য় সংলাপের সারসংক্ষেপ
পরিশিষ্ট-৩৪ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত ৪র্থ সংলাপের সারসংক্ষেপ
পরিশিষ্ট-৩৫ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত ৫ম সংলাপের সারসংক্ষেপ

অষ্টম খণ্ড অষ্টম খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)

পরিশিষ্ট-৩৬ ‘Public Opinion Survey on National Reform’ শীর্ষক জরিপের ফলাফল
পরিশিষ্ট-৩৭ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে নির্বাচন কমিশনে প্রেরিত এবং নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত চিঠিসমূহ

প্রথম খণ্ড

সূচিপত্র

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন		১
পরিশিষ্ট-০১:	জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ ও সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ	১১
পরিশিষ্ট-০২:	জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ	১০৮
পরিশিষ্ট-০৩:	জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যগণের নামের তালিকা	১১৮
পরিশিষ্ট-০৪:	বিশেষজ্ঞগণের নামের তালিকা	১১৯
পরিশিষ্ট-০৫:	সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা	১২০
পরিশিষ্ট-০৬:	জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত পরামর্শকগণের তালিকা	১২৩

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন

ভূমিকা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল, তা বিগত ৫৪ বছরেও অর্জিত হয়নি। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কখনোই যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি, বরং আইনি ও সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলো স্বৈরতন্ত্রের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে, যার ফলে দেশে একাধিকবার সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরতন্ত্রের উত্থান ঘটেছে। ১৯৯০ সালে একবার গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসনের পতনের পর দেশে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল। সে সময় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ফসল হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বেশ কয়েকটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেগুলো ছিল দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কাছে বহুলাংশে গ্রহণযোগ্য। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে।

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা পাকাপোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার নীতি অবলম্বন করে। এ লক্ষ্যে ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ উচ্চ আদালতের রায়ের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে পর পর তিনটি জাতীয় নির্বাচনে (দশম, একাদশ ও দ্বাদশ) ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। এর ফলে জনগণের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিয়ে কার্যত একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। একইসঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, গুম-খুন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও এগুলোর অপপ্রয়োগ, বিরোধী দল দমনপীড়ন – সব মিলিয়ে দেশে এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসন কায়েম করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন দলীয় অনুগতদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং দুর্নীতি ও লুটপাটে দেশ পরিণত হয় এক চোরতন্ত্রে (ক্লেপ্টোক্রাসি)। সাধারণ মানুষ যখন ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং বিচারহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয়, তখন জনগণের মাঝে জমতে থাকে ক্ষোভ এবং তৈরি হয় প্রতিরোধের শক্তি।

১৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। ২০১৮ সালের সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের ফলে বিলুপ্ত হওয়া কোটা প্রথা ২০২৪ সালে হাইকোর্টের এক রায়ের মাধ্যমে পুনর্বহাল হলে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে নতুন করে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার আন্দোলনকারীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। ফলে আন্দোলনটি এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়, যেখানে সারাদেশের ছাত্র-জনতা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। অবশেষে ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান এবং তার দীর্ঘকালীন দমনমূলক ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটে। বিজয়ের ফল হিসেবে সার্বভৌম জনগণের অভিপ্রায়ের আলোকে ৮ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এর আগে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগের জন্য সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পরামর্শ নেওয়া হয়।

সংস্কার কমিশন গঠন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে দেশের ইতিহাসে একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হয়, যা দেশের জনগণের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে। মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয় যে, কতগুলো মৌলিক আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার দীর্ঘদিনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসবে এবং একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। জনগণের এ আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ

ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য খাত, শ্রম, স্থানীয় সরকার এবং নারী বিষয়ক আরও পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়।

অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ এর নেতৃত্বে সংবিধান সংস্কার কমিশন, ড. বদিউল আলম মজুমদার এর নেতৃত্বে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান এর নেতৃত্বে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী এর নেতৃত্বে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, সফর রাজ হোসেন এর নেতৃত্বে পুলিশ সংস্কার কমিশন এবং ড. ইফতেখারুজ্জামান এর নেতৃত্বে গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে, যাতে আট শতাধিক সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখিত সব কমিশনের প্রতিবেদন মুদ্রণের পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.cabinet.gov.bd) এবং https://reform.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

১৬ই ডিসেম্বর ২০২৪ মহান বিজয় দিবসে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রধানদের নিয়ে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করার ঘোষণা দেন। এরপর ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি এবং সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজকে সহ-সভাপতি করে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য বিচারপতি এমদাদুল হককে নিয়ে সাত সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রজ্ঞাপন জারি হয়। পরবর্তী সময়ে কমিশন পুনর্গঠন করে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীর পরিবর্তে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়াকে কমিশনের সদস্য করা হয়। এছাড়া জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সকল কর্মকাণ্ডে সর্বোতভাবে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) হিসেবে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনির হায়দারকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ প্রদান করা হয়।

কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'কমিশন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং এই মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করবে।'

কমিশন ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ থেকে কাজ শুরু করবে বলে উল্লেখ করা হয় প্রজ্ঞাপনে। কমিশনের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় কার্যক্রম শুরু থেকে ছয় মাস। কিন্তু পরবর্তীতে পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তিন দফায় আড়াই মাস (৩১শে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত) কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

কার্যক্রম শুরু

১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। কমিশনের সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে রাজধানীর বেইলি রোডস্থ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সদস্যগণের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের শতাধিক নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টা বক্তব্য দেন এবং রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যে পৌঁছার মাধ্যমে একটি 'জুলাই জাতীয় সনদ' প্রণয়নের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন।

আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশের তালিকা প্রস্তুতকরণ

রাজনৈতিক দলগুলোর সুপারিশ নিয়ে আলোচনা শুরুর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের মুদ্রিত কপি ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সব রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে প্রেরণ করে।

পাশাপাশি ছয়টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বিশ্লেষণ করে যেসব সুপারিশ আইনি এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আশু বাস্তবায়ন করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে সরকারের কাছে প্রেরণ করে। আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের ৫১টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের ১৪টি, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ৬৬টি এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ৩৬টি সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেহেতু সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব এবং এর জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে না, তাই পুলিশ সংস্কার কমিশনের সকল সুপারিশ আশু বাস্তবায়নযোগ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধ্যাদেশ কিংবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বলে সংবিধান সংস্কার কমিশনের কোনো সুপারিশ আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

রাজনৈতিক দলের কাছে স্প্রেডশিট আকারে সুপারিশসমূহ প্রেরণ

সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর ওপর রাজনৈতিক দলের মতামত সংগ্রহের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন পাঁচটি স্বতন্ত্র স্প্রেডশিট তৈরি করে। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে স্প্রেডশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ৫টি কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ নিয়ে এ স্প্রেডশিটগুলো তৈরি করা হয় এবং ৫ই মার্চ ২০২৫ তারিখে তা ৩৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে তাদের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। ১৬৬টি সুপারিশের মধ্যে সংবিধান সংস্কারসংক্রান্ত সুপারিশ ছিল ৭০টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত ২০টি।

স্পেডশিটে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সুপারিশের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয়। প্রথমটি হলো, সংশ্লিষ্ট সুপারিশের বিষয়ে তারা একমত কি না। এতে তিনটি বিকল্প রাখা হয়। সেগুলো হলো: ‘একমত’, ‘একমত নই’ ও ‘আংশিকভাবে একমত’। এ তিনটি বিকল্পের যেকোনো একটিতে টিকচিহ্ন দিয়ে মতামত জানাতে দলগুলোকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া সুপারিশগুলোর ব্যাপারে ‘মন্তব্য’ দেওয়ার একটি কলাম রাখা হয়। পাশাপাশি সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কেও রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত দেওয়ার ছয়টি বিকল্প রাখা হয়। এ ছয়টি বিকল্প হলো: নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে, নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে, নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে, গণপরিষদের মাধ্যমে, নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে এবং গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে।

স্প্রেডশিট প্রেরণের পর রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ১৩ই মার্চ ২০২৫ তারিখের মধ্যে মতামত জমা দেওয়ার অনুরোধ জানায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। কিছু রাজনৈতিক দল স্প্রেডশিটে মতামত প্রদানের জন্য সময় বাড়ানোর অনুরোধ জানায়। শেষ পর্যন্ত মোট ৩৩টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছ থেকে মতামত পাওয়া যায়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি স্প্রেডশিটে অন্তর্ভুক্ত ১৬৬টি সুপারিশ ছাড়াও সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, পুলিশ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল সুপারিশের ব্যাপারে বিস্তারিত মন্তব্য ও বিশ্লেষণ এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মৌলিক সংস্কার এর রূপরেখা জমা দেয়।

রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা

স্প্রেডশিটে মতামত সংগ্রহের পরবর্তী ধাপে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পৃথকভাবে সরাসরি আলোচনা শুরু করে। ২০শে মার্চ ২০২৫ থেকে রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে এ পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়। ১৯শে মে ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ৪৪টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি দলের সঙ্গে একাধিক দিনও বৈঠক চলে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কমিশনের প্রথম পর্বের এই বৈঠকগুলো ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। আলোচনার সময় বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাবের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। আলোচনাকালে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো অবস্থান পরিবর্তন করে। অনেক বিষয় দলগুলো নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনার পর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় তাদের মতামত জানাবেন বলে অবহিত করেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে পাঠানো সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় ৬২টি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐকমত্যের বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর কাছে ৩০শে জুলাই ২০২৫ তারিখে পৌঁছে দেওয়া হয়। প্রথম পর্বের আলোচনায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য গড়ে ওঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠা; উভয় কক্ষে ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন; রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়ার প্রবর্তন এবং সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৭ক ও ৭খ বিলোপ; নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন; সংবিধানে এই মর্মে বিধান সংযোজন যে, 'বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী, গোষ্ঠী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ, যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে;' বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সংযোজন; সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন; সুপ্রিম কোর্টের অধীনে স্বাধীন সচিবালয় গঠন, যা অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কাজ, বাজেট প্রণয়ন, বিচারক নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলাবিধান তত্ত্বাবধান করবে, ইত্যাদি।

এছাড়াও যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়: স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সংশোধন এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩ সংশোধন; দুর্নীতি দমন ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন; অবৈধ আয়ের বৈধতা প্রদানের চর্চা অবসান; নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণ; দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলোপ; এবং আয়কর আইন ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধন।

তবে কিছু মৌলিক বিষয়ে এ পর্বে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়নি। এর মধ্যে বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের কাঠামো; তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ; তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ; জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠন; একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কতবার নির্বাচিত হতে পারবেন তা নির্ধারণ; একজন সংসদ সদস্য কতগুলো পদে থাকতে পারবেন; রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া কী হবে; সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া কী হবে – এসব মৌলিক কাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এ পর্বে অমীমাংসিত ছিল।

প্রথম পর্যায়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে স্প্রেডশিট এবং বিস্তারিতভাবে দেওয়া তাদের বক্তব্যগুলোর ওপর সংশোধিত মতামত জানাতে দলগুলোর প্রতি কমিশনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। কমিশনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৫টি দল ও জোট সংশোধিত স্প্রেডশিট জমা দেয়। উল্লেখ্য, ১৫ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রথম পর্যায়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও ১৮ই মে ২০২৫ তারিখে কমিশনে প্রেরিত এক চিঠির মাধ্যমে দলটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ, স্প্রেডশিট ও সংস্কার সম্পর্কে দলের বক্তব্য তুলে ধরে।

নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনা

জাতীয় ঐকমত্য গঠনে শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনাই নয়, নাগরিক সমাজের মধ্যেও এ বিষয়ে এক ধরনের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কমিশন। এ উপলব্ধির ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সংস্কার বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করে। ২৫শে মে ২০২৫ রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে নাগরিক সমাজের সঙ্গে কমিশনের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় শিক্ষক, গবেষক, কূটনীতিক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা, নারীনেত্রী, মানবাধিকারকর্মী এবং নাগরিক সমাজের মোট ১১ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ

রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে প্রথম পর্বের আলোচনার প্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে প্রেরিত মূল সুপারিশগুলো বিশ্লেষণ করে অধিকাংশ দল একমত হয়নি এমন কিছু সুপারিশ বাদ দেয় এবং কিছু সুপারিশ সংশোধন করে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার জন্য নির্ধারণ করে। সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ১৫টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার

বিষয়ক ১টি, জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ক ৯টি সুপারিশ – মোট ২৫টি সুপারিশ দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় রাখা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহারের সুপারিশে প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ দল একমত না হওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি। এছাড়া জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় নির্বাচন আয়োজনের সুপারিশেও অধিকাংশ দল একমত না হওয়ায় তা বাদ দেওয়া হয়। সুপারিশগুলোর এমন পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে কমিশন ২০টি বিষয় সংশোধিত আকারে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, কমিশনের পক্ষ থেকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হলেও প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল 'বহুত্ববাদ' বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করায় দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় মূলনীতিতে পরিবর্তন এনে তা উপস্থাপন করা হয়।

রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা

প্রথম পর্বের আলোচনায় মৌলিক সংস্কার বিষয়ক যেসব সুপারিশ অমীমাংসিত ছিল সেসব বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে ২রা জুন ২০২৫ থেকে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শুরু করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধনী আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় ৩০টি দল ও জোটের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। কমিশনের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য দলগুলোকে ধন্যবাদ জানান প্রধান উপদেষ্টা। প্রথম পর্বের আলোচনায় দলগুলোর মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা এই পর্বের আলোচনায় কমে যাবে বলে প্রধান উপদেষ্টা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় পর্বের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয় ৩রা জুন ২০২৫ তারিখে। প্রত্যেক আলোচনার শুরুতে ওই দিনের আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে উপস্থাপন করা হয়। এরপর দল ও জোটের প্রতিনিধিরা আলোচ্য বিষয়ের ওপর নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং সুপারিশের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যান। রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কমিশনও কিছু বিষয়ে সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠনের সুপারিশের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা না থাকায় এটি সংশোধন করে 'সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কমিটি' শিরোনামে কমিটি গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫' তৈরি করা। আলোচনার প্রত্যেকটি অধিবেশন বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সুপারিশ সংশোধন করে একাধিকবার উত্থাপন করা হয়। যেমন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা দুই দিন, জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়টি পাঁচদিন উত্থাপিত হয়।

৩১শে জুলাই ২০২৫ তারিখে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষ হয়। ৩রা জুন থেকে শুরু করে মোট ২৩ দিন এ আলোচনা চলে। এই পর্যায়ের আলোচনা শেষে গুরুত্বপূর্ণ ২০টি সংস্কারের বিষয়ে দল ও জোটগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে কিছু দল নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করে।

রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে আলোচনায় নোট অব ডিসেন্ট ছাড়া যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলো: (১) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিয়োগ; (২) নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ; (৩) রাষ্ট্রপতির ক্ষমা সম্পর্কিত বিধান; (৪) বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ: (ক) সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ, (খ) উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ; (৫) জরুরি অবস্থা ঘোষণা; (৬) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ; (৭) সংবিধান সংশোধন; (৮) প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল; (৯) নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রক্রিয়া; (১০) পুলিশ কমিশন গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব।

অপরদিকে নোট অব ডিসেন্টসহ যেসব সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলো: (১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০; (২) প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান; (৩) সরকারি কর্ম কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল

নিয়োগ সম্পর্কিত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বাছাই কমিটি গঠনের এবং তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রস্তাব, যা পূর্বে 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' বা 'এনসিসি' নামে প্রস্তাবিত ছিল; (৪) সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব (সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি); (৫) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট (উচ্চকক্ষের গঠন, এর নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার, ইত্যাদি); (৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, ইলেক্টোরাল কলেজ, ইত্যাদি; (৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের নিয়োগ; (৮) রাষ্ট্রের মূলনীতি সংক্রান্ত বিধান; (৯) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধান, এবং (১০) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব।

উল্লেখ্য, ৩১শে জুলাই ২০২৫ তারিখে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করে ৪০ (চল্লিশ)টি সুপারিশ প্রস্তাব করেছে। এই সুপারিশে বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি একক অধিকারের সনদ (চার্টার অব রাইটস) প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল, যা আদালতে বলবৎযোগ্য হবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিক, রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূর করবে। এতে সংবিধানে কিছু নতুন অধিকার যেমন খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্য পাওয়া, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সম্পদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এগুলো বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও এতে বৈষম্য অবসানের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়।

রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে স্প্রেডশিট আকারে প্রেরিত ১৬৬টি সুপারিশের মধ্যে 'একক অধিকারের সনদ' সম্পর্কিত পাঁচটি অধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও, রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার সময়ে উপরোল্লেখিত আরও অনেকগুলো অধিকার নিয়ে আলোচনা হয় এবং ঐকমত্য সৃষ্টি হয়। এই পর্বে গণসংহতি আন্দোলন ও বাসদ (মার্কসবাদী) নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত তাদের লিখিত মতামত প্রদান করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার সময় কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ একমত হলে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাবগুলো জুলাই জাতীয় সনদে উল্লেখ না করে কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও আইনি পরিবর্তন করতে পারে।

জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ প্রণয়ন

রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে কমিশন 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর একটি খসড়া প্রস্তুত করে পর্যালোচনার জন্য ২৮শে জুলাই ২০২৫ তারিখে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর কাছে প্রেরণ করে। খসড়ায় সনদ প্রণয়নের পটভূমি, সংস্কার কমিশনগুলো ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন এবং এ কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও সাতটি অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সনদের আরেকটি সমন্বিত খসড়া রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতের সমন্বয়ে চূড়ান্ত করা হয় 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫'।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার শেষদিনে (৩১শে জুলাই ২০২৫) কিছু কিছু রাজনৈতিক দল জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় ও আইনি বাধ্যবাধকতা নিয়ে আলোচনার দাবি তোলে। এই দাবির প্রেক্ষিতে জুলাই সনদের আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য কমিশন আবারও আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে কমিশন প্রথমেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য বৈঠকে মিলিত হয়। মোট ১৩ দফায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন, বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ড. শরীফ ভূঁইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার ইমরান আব্দুল্লাহ সিদ্দিক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানিম হোসেইন শাওন অংশ নেন। কমিশনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি বৈঠকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এবং বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

পুরো আগস্ট মাস জুড়ে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং এসব বৈঠকের পর রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে তাদের মতামত প্রেরণ করে। একই সময়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো সনদ বাস্তবায়নের উপায়ের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছার লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করে।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে কমিশন ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৮ই অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দফায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আবার আনুষ্ঠানিক সংলাপে মিলিত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যথা: ১. সুপারিশের যে সব বিষয় সংবিধান সংশ্লিষ্ট নয় সে সব বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ জারি করতে পারে। উল্লেখ্য যে, সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের কিছু বিষয়ে ইতোমধ্যেই অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে; ২. সুপারিশের যে সব বিষয় সরকারি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্বাহী আদেশ ও বিধি প্রণয়ণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো অন্তর্বর্তী সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করতে পারে। উল্লেখ্য যে, সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কিছু বিষয়ও ইতিমধ্যেই যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিনি বলেন, 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যমতের পথে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমাদের সংস্কারের মূল লক্ষ্য হলো স্বৈরাচারী ব্যবস্থা যাতে ফিরে আসতে না পারে তার সম্ভাব্য পথ-ঘাট বন্ধ করা। সেজন্য সবাইকে একমত হতে হবে।'

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে ঐকমত্য কমিশন ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পুনরায় রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে সংলাপে মিলিত হয়। সংলাপে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের পক্ষ থেকে পাওয়া সুপারিশগুলো হলো: ১. পূর্ণাঙ্গ সনদ বা তার কিছু অংশ নিয়ে গণভোট অনুষ্ঠান; ২. রাষ্ট্রপতির নির্বাহী ক্ষমতাবলে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে সনদ বাস্তবায়ন; ৩. নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণপরিষদ গঠন করে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ; ৪. ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সনদের বাস্তবায়ন; ৫. ত্রয়োদশ সংসদকে সংবিধান সংস্কার সভা বা গণপরিষদরূপে প্রতিষ্ঠিত করে সনদের বিষয়গুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ; ৬. সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছ থেকে অন্তর্বর্তী সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কিনা – এই মর্মে পরামর্শ গ্রহণ।

উপরিউক্ত আলোচনায় কমিশন রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোকে আরও জানায় যে, বিশেষজ্ঞ প্যানেল একাধিক বৈঠকে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প বিবেচনা করে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচটি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্যে সুপারিশ প্রদান করেছে। এগুলো হলো হলো: অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ, গণভোট, বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ এবং ১০৬ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়া। পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞগণ জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিষয়সমূহকে (যার মধ্যে ভিন্নমত/নোট অব ডিসেন্ট আছে) চারভাবে বাস্তবায়নের জন্যে পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে: ১. অধ্যাদেশ; ২. নির্বাহী আদেশ; ৩. গণভোট; এবং ৪, বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের এসব উপায় নিয়ে সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত জানায়। সংলাপে শেষে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি ন্যূনতম সমঝোতার জায়গায় উপনীত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে ৫ই অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পুনরায় রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে সংলাপে মিলিত হয়। সংলাপে শেষে কমিশন জানায়: জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের সম্মতির জন্য একটি গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে। এটি জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রথম পদক্ষেপ বলেও উল্লেখ করে কমিশন। পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এভাবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে কমিশন আশাবাদ ব্যক্ত করে।

সর্বশেষ সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয় ৮ই অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে। বৈঠক শেষে কমিশন জানায়: জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দল এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতকে বিবেচনা করে ঐকমত্য কমিশন যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সরকারকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট পরামর্শ দিতে আলোচনায় রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো মত দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশেষজ্ঞ মতামত এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পাঁচটি বৈঠকের আলোচনায় প্রাপ্ত মতামতকে সমন্বিত করে দ্রুতই সরকারকে পরামর্শ দেবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকলকে তা অবহিত করবে।

কমিশন আরও জানায়, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একইদিনে পৃথক ব্যালটে গণভোট আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট করার পক্ষে মত দিয়েছে। কমিশন মনে করে, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য ত্রয়োদশ সংসদকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সংবিধানের মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কার্যত ঐকমত্য রয়েছে। এছাড়া সনদ বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত বৈঠকে বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মতভাবে পাঁচটি মতামত দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করে কমিশন। মতামতগুলো হলো: জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নে একটি আদেশ জারি করতে হবে। এই আদেশের মাধ্যমে গণভোট আয়োজন করতে হবে যেসব বিষয়ে ঐকমত্য বা বৃহত্তর ঐক্য আছে এবং যেসব বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট (ভিন্নমত) আছে গণভোটে এ দুটি বিষয়ে আলাদা প্রশ্ন থাকবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ গঠিত হবে পরিষদ আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণভোটের অনুমোদন সাপেক্ষে, জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্কারসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবে।

অবশেষে রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পাঁচ দফা সংলাপ এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কমিশনের ১৩ দফার বৈঠক শেষে ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিকট জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ হস্তান্তর করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন (পরিশিষ্টে-১ এ জুলাই জাতীয় সনদ ও সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ দেখুন)।

সংস্কার বিষয়ক জাতীয় জনমত জরিপ

দেশের নাগরিকদের সংস্কার বিষয়ে মতামত তুলে আনার লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাধ্যমে একটি জরিপ পরিচালনা করে। যে সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত নেওয়া হয়েছে সেগুলো থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের মতামত নেওয়াই ছিল এই জরিপের উদ্দেশ্য। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ২০টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ক ১৬টি, বিচার বিভাগ সংস্কার বিষয়ক ৯টি, দুর্নীতি দমন সংস্কার বিষয়ক ১০টি, পুলিশ সংস্কার বিষয়ক ৮টি এবং জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ক ৯টি প্রস্তাবের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়।

Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১০ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই ২০২৫ মোট ৮ দিনে সারাদেশের ৪৪,৯৬০ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ ছিলেন ১৯,১২৩ জন (৪৩%) এবং নারী ছিলেন ২৫,৮৩০ জন (৫৭%)। পল্লী এলাকার ৩৩,৩৬০ জন (৭৪%) এবং শহর এলাকার ১১,৬০০ (২৬%) জন মানুষ জরিপে অংশগ্রহণ করেন।

জরিপে ঢাকা বিভাগ থেকে ৯,১৪০ জন (২০%), চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ৭,৭৯০ জন (১৭%), খুলনা বিভাগ থেকে ৭,০৬২ জন (১৬%), বরিশাল বিভাগ থেকে ৪,১৩৬ জন (৯%), ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে ২,৭৭৯ (৬%), রাজশাহী বিভাগ থেকে ৫,৬১৬ জন (১২%), সিলেট বিভাগ থেকে ২,৭৯০ জন (৬%) এবং রংপুর বিভাগ থেকে ৫,৬৪৭ জন (১৩%) অংশগ্রহণ করেন।

জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি প্রস্তাবের পক্ষে ব্যাপক জনমত রয়েছে। যেমন, 'সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ করাকে সমর্থন করেন কিনা?' এমন প্রস্তাবের পক্ষে ৯৬.৫৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মত দিয়েছেন; 'একজন সংসদ সদস্যের একইসঙ্গে একাধিক পদে (ক. প্রধানমন্ত্রী খ. সংসদ নেতা গ. রাজনৈতিক দলের প্রধান) আসীন না হওয়ার বিধান করা সমর্থন করেন কিনা?' এমন প্রস্তাবের পক্ষে ৮৮.৫৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মত দিয়েছেন।

একনজরে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিবরণ	মন্তব্য
	১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি এবং সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজকে সহ-সভাপতি করে সাত সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রজ্ঞাপন জারি	
১.	১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু	
২.	ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের মুদ্রিত কপি ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ	
৩.	ছয়টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বিশ্লেষণ করে যেসব সুপারিশ আইনি এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আশু বাস্তবায়ন করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে সরকারের কাছে প্রেরণ (এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল দুর্নীতি দমন কমিশনের ৫১টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের ১৪টি, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ৬৬টি এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ৩৬টি সুপারিশ)	অধ্যাদেশ কিংবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বলে সংবিধান সংস্কার কমিশনের কোনো সুপারিশ আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি
৪.	৫টি কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ নিয়ে তৈরি স্প্রেডশিটগুলো ৫ই মার্চ ২০২৫ তারিখে ৩৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে তাদের মতামতের জন্য প্রেরণ (এতে সংবিধান সংস্কারসংক্রান্ত সুপারিশ ছিল ৭০টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে ২৭টি, বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ২৩টি, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ২৬টি এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সুপারিশ ছিল ২০টি)	
৫.	মোট ৩৩টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছ থেকে স্প্রেডশিটের ওপর মতামত পাওয়া যায়	বিএনপি স্প্রেডশিটে অন্তর্ভুক্ত ১৬৬টি সুপারিশ ছাড়াও সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, পুলিশ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল সুপারিশের ব্যাপারে বিস্তারিত মন্তব্য জমা দেয়
৬.	স্প্রেডশিটে মতামত সংগ্রহের পরবর্তী ধাপে কমিশন রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা শুরু করে। ২০শে মার্চ ২০২৫ থেকে রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়। ১৯শে মে ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে ৪৪টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়	

৭.	জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে পাঠানো সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে প্রথম দফার আলোচনায় ৬২টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়। এসব বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর কাছে ৩০শে জুলাই ২০২৫ তারিখে পৌঁছে দেওয়া হয়	
৮.	প্রথম পর্যায়ে আলোচনার পর কমিশনের পক্ষ থেকে অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৫টি দল সংশোধিত স্প্রেডশিট জমা দেয়	
৯.	২৫শে মে ২০২৫ রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিশনের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত	
১০.	১. যেসব সুপারিশ অমিমাংসিত ছিল সেসব বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে ২রা জুন ২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ২. ৩ জুন ২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপের প্রেক্ষিতে কিছু সুপারিশ সংশোধন করে একাধিকবার উত্থাপন করা হয় ৩. ৩১শে জুলাই ২০২৫ তারিখে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষ হয়। ৩রা জুন থেকে শুরু করে মোট ২৩ দিন এ আলোচনা চলে। এই পর্যায়ের আলোচনা শেষে গুরুত্বপূর্ণ ২০টি সংস্কার বিষয়ে দল ও জোটগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে ৯টি বিষয়ে কিছু দল নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করে	রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো একমত না হওয়ায় সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ১৫টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ক ১টি, জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ক ৯টি সুপারিশ – মোট ২৫টি সুপারিশ দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় রাখা হয়নি
১১.	রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এর একটি খসড়া প্রস্তুত করে পর্যালোচনার জন্য ২৮শে জুলাই ২০২৫ তারিখে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর কাছে প্রেরণ	
১২.	খসড়া সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মতামতের ভিত্তিতে আরেকটি সমন্বিত খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রেরণ	
১৩.	রাজনৈতিক দলগুলো প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ চূড়ান্তকরণ	
১৪.	১. কিছু রাজনৈতিক দলের দাবির প্রেক্ষিতে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য আলোচনা শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ২. জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে ১৩ দফায় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন ৩. ‘নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম’ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংলাপ আয়োজন ৪. পুরো আগস্ট মাস জুড়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হয় কমিশন এবং বৈঠকের পর রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে তাদের মতামত প্রেরণ ৫. তৃতীয় দফায় জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ০৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দফায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ আয়োজন এবং সনদ বাস্তবায়নের উপায় সম্বলিত সুপারিশ প্রণয়ন	
১৫.	দেশের নাগরিকদের সংস্কার বিষয়ে মতামত তুলে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সহায়তায় একটি জরিপ পরিচালনা	

উপসংহার

২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান রাষ্ট্র সংস্কারের এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি নতুন সংলাপ-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যার ফলে দলগুলো পরস্পরের মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও আট মাস ধরে আন্তরিকভাবে অংশ নিয়েছে, আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করেছে, গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ খুঁজেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দলীয় অবস্থানের ঊর্ধ্বে ওঠে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এই ধারাবাহিক সংলাপের মধ্য দিয়েই ঐকমত্যের ভিত্তিতে ‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ প্রণীত হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দলিল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের পথ-নির্দেশক হয়ে উঠবে বলে কমিশন মনে করে।

পরিশিষ্ট-০১

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ ও সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

ই-মেইল: crcbd@legislativediv.gov.bd।

স্মারক নং-৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৫-১০৯৮

তারিখ: ১২ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৮ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,

আপনি অবহিত আছেন যে, জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এক নতুন গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সূচনা হয়। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে তাকে বাস্তব রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত ছয়টি সংস্কার কমিশন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি এবং অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সংস্কারের বিস্তারিত সুপারিশসহ পৃথক পৃথক প্রতিবেদন জমা দেয়। সংস্কারের সুপারিশের ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে গঠিত হয় 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন'। এই কমিশনের দায়িত্ব, 'আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান এবং দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং এই মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করবে'।

২. জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে কাজ শুরু করে। কমিশন প্রথম পর্যায়ে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি সংস্কার কমিশনগুলির দেয়া সুপারিশসমূহের মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য স্প্রেডশিট আকারে ৩৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নিকট প্রেরণ করে। এর মধ্যে ৩৩টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখিত সুপারিশগুলো নিয়ে ৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সাথে পৃথক পৃথকভাবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ৪৪টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে মৌলিক সংস্কার বিবেচনায় ২০টি বিষয় নিয়ে ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সাথে সম্মিলিতভাবে ২৩টি সভায় মিলিত হয় কমিশন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে সর্বমোট ৮৪টি সুপারিশের বিষয়ে ঐকমত্য ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে কোনো কোনো দল ও জোটের ভিন্নমত (Note of dissent) রয়েছে।

৩. এরপর 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এর খসড়া প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট সকল দল ও জোটসমূহের নিকট একাধিক দফায় প্রেরণ করা হয়। রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতগুলো বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত করা হয় জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ **(সংযুক্তি-১)**। এরপর রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের প্রতিনিধিগণ এবং কমিশন সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় এই সনদ।

৪. জুলাই জাতীয় সনদ প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় আলাপ-আলোচনার শেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের পক্ষ থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে এই মর্মে অনুরোধ জানানো হয়, কমিশন যাতে আলোচনায় গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উপায় এবং এগুলোকে আইনি ভিত্তি দেয়ার বিষয়ে সরকারকে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়

ঐকমত্য কমিশন চতুর্থ পর্যায়ে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের সাথে মোট ৫টি সভায় মিলিত হয়ে জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন ও আইনি ভিত্তি প্রদানের উপায় নিয়ে আলোচনা করে।

৫. পাশাপাশি কমিশন জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন ও আইনি ভিত্তি প্রদানের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি প্যানেল গঠন করে, যাতে সুপ্রিমকোর্টের দু'জন সাবেক বিচারপতি, তিনজন আইনজীবী এবং একজন আইনের অধ্যাপক ছিলেন। এই বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সাথে কমিশন মোট ১৩টি সভায় মিলিত হয় এবং জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। অপরদিকে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের সঙ্গে কমিশনের অনানুষ্ঠানিক আলোচনাও অব্যাহত থাকে। এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'–এর আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করছে।

৬. 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'–এ সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সরকার নিম্নোক্ত দু'টি বিকল্প পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন ও আইনগত ভিত্তি প্রদান করতে পারে:

৬.১ বিকল্প প্রস্তাব–১

(ক) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়গুলো কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সরকার **"জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫"** শিরোনামে একটি আদেশ জারি করবে। এরূপ প্রস্তাবিত আদেশের একটি খসড়া **সংযুক্তি-২**–এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

(খ) জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে উক্ত আদেশ এবং তার **তফসিল–১**–এ সন্নিবেশিত জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক প্রণীত একটি **পূর্ণাঙ্গ খসড়া বিল** গণভোটে উপস্থাপন করা হবে।

(গ) উক্ত বাস্তবায়ন আদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পাশাপাশি একইসঙ্গে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে, যাহা সংবিধান সংস্কার বিষয়ে গাঠনিক ক্ষমতা (Constituent Power) প্রয়োগ করতে পারবে।

(ঘ) উক্ত বাস্তবায়ন আদেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত গণভোটে যদি ইতিবাচক সম্মতি পাওয়া যায় তাহলে সংবিধান সংস্কার বিলটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ তার দায়িত্ব পালনে সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করবে। তবে সংবিধান সংস্কার পরিষদ প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ হতে ২৭০ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে যদি সংস্কার সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে গণভোটে অনুমোদিত সংবিধান সংস্কার বিলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬.২ বিকল্প প্রস্তাব–২

(ক) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়গুলো কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সরকার **"জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫"** শিরোনামে একটি আদেশ জারি করবে। এরূপ প্রস্তাবিত আদেশের একটি খসড়া সংযুক্তি–৩–এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

(খ) জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই আদেশ এবং তার **তফসিল–১**–এ সন্নিবেশিত জুলাই জাতীয় সনদের **সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ গণভোটে** উপস্থাপন করা হবে।

(গ) উক্ত বাস্তবায়ন আদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে, যাহা সংবিধান সংস্কার বিষয়ে গাঠনিক ক্ষমতা (Constituent Power) প্রয়োগ করতে পারবে।

(ঘ) পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ হতে ২৭০ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত আদেশের তফসিল–১–এ বর্ণিত জুলাই জাতীয় সনদ অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন করবে এবং তা সম্পন্ন করার পর পরিষদের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।

৭. উল্লেখিত উভয় বিকল্প প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গণভোটে নিম্নরূপ প্রশ্ন উপস্থাপন করা হবে:–

'আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং উহার তফসিল–১ এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?'

৮. উক্ত বাস্তবায়ন আদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে যথোপযুক্ত সময়ে অথবা উক্ত নির্বাচনের দিন উক্ত আদেশ অনুসারে গণভোট অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

৯. উক্ত আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংবিধান সংস্কার পরিষদ তার অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবি, সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনের পদ্ধতি, উক্ত প্রস্তাবের বিবেচনা ও গ্রহণসহ সকল বিষয়ে কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করবে।

১০. জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারনামা অনুসারে সংবিধানে জুলাই জাতীয় সনদ অন্তর্ভুক্ত হবে।

১১. সার্বভৌম জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তির ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে বিধায় তৎকর্তৃক গৃহীত সংবিধান সংস্কার চূড়ান্ত হবে এবং উক্তরূপ সংস্কার বিষয়ে অন্য কোনোভাবে অনুমোদন বা সম্মতির প্রয়োজন হবে না।

১২. উক্ত আদেশের বিধানাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে পারবে।

১৩. 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'–এ উল্লেখিত যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিধি–বিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করা দরকার সরকার তা অধ্যাদেশ জারি ও বিধি–বিধান প্রণয়ন/সংশোধন **(সংযুক্তি–৪)** করে বাস্তবায়ন করতে পারে।

১৪. 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'–এর যে সকল সিদ্ধান্ত নির্বাহী আদেশে **(সংযুক্তি–৫)** বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো অবিলম্বে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

আপনার সদয় বিবেচনার জন্য উল্লেখিত সুপারিশসমূহ পেশ করা হলো।

ইফতেখারুজ্জামান
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

বিচারপতি এমদাদুল হক
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

সফর রাজ হোসেন
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

অধ্যাপক আলী রীয়াজ
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস
সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে সংঘটিত ছাত্র–শ্রমিক–জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক ও মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস–এর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের পারস্পরিক ও সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি:

১। পটভূমি

প্রায় দুশো বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব–বাংলা তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব–বাংলার জনগণ সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং তৎপরবর্তী ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধিকার–সংগ্রামের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে হানাদার বাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ জনগণের উপর বর্বরোচিত গণহত্যা শুরু করলে পরদিন ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটে। মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিকে ধারণ করে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের যে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা বারবার হোঁচট খেয়েছে। ১৯৭৫ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে একদলীয় বাকশাল কায়েম করা হয়। ওই বছরই এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে সংঘটিত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থার পতন ঘটে। নানামুখী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের উদ্যোগের ফলে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশ আবারও গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যে কারণে বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোপুরি টেকসই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায়নি এবং এগুলো অত্যন্ত ন্যুব্জ ও দুর্বলভাবে কাজ করেছে।

২০০৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে লগি–বৈঠা তাণ্ডবে দেশে কয়েকটি নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং সেই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি ও একটি অস্বাভাবিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১/১১ সরকার নামে পরিচিত। যার ফলে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। বিগত ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার হরণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নিপীড়ন–নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সংঘটিত হয় এক নির্মম হত্যাযজ্ঞ। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে বিশেষ

ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠী বন্দনার জন্য নিবেদিত রাখা হয়। দেড় দশকে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বিকৃতি সাধন, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে পরপর তিনটি বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস এবং বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা কায়েম করে। বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অবারিত সুযোগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিগত ১৬ বছরে দলীয় প্রভাবকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর, জবাবদিহিতাবিহীন ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

এই পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলগুলোর তথা জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন–সংগ্রাম এবং ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে সরকারি চাকরিতে কোটা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং অবশেষে ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের এক দফা আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক ছাত্র–শ্রমিক–নারী–পেশাজীবী তথা ফ্যাসিস্ট বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সকল স্তরের জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্ব–স্ব অবস্থানে থেকে রেমিট্যান্স বন্ধ করাসহ অব্যাহতভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সফল এই অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত লগ্নে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের তাৎপযপূর্ণ ভূমিকা স্বৈরাচারের পতনকে ত্বরান্বিত করে। এতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ সহস্রাধিক নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ গুরুতর আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি, ত্যাগ এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের মুখে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও তার দোসররা পরাজিত হয়ে অনেকেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, জনগণের মননে রাষ্ট্র–কাঠামো সংস্কারের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে; বিশেষত সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, ধ্বসে পড়া নির্বাচনি ব্যবস্থা, আইনি ও বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি দমন ও জবাবদিহির ব্যবস্থায় সর্বত্র ব্যাপক সংস্কারের জোরালো আওয়াজ ওঠে । এই প্রেক্ষাপটেই গণঅভ্যুত্থানের সরকার প্রথম দফায় বিষয়ভিত্তিক ৬টি পৃথক সংস্কার কমিশন গঠন করে।

২। সংস্কার কমিশন গঠন

গণঅভ্যুত্থানের পর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস–এর নেতৃত্বে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমে ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জারীকৃত পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাঁচটি সংস্কার কমিশন যথা, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন এবং এরপর ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জারীকৃত অপর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে। উক্ত কমিশনগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লিখিত মতামত এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রতিনিধিসহ অংশীজনদের সাথে আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত সুপারিশসহ প্রতিবেদন ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাখিল করে।

৩। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সভাপতি, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজকে সহ–সভাপতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধানগণ এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের একজন সদস্যকে সদস্য করে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধানের পরিবর্তে উক্ত কমিশনের একজন সদস্যকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে কমিশন কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। তাছাড়া, রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন তথা সরকারের নিবিড় যোগাযোগের সুবিধার্থে প্রধান উপদেষ্টা একজন বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) নিয়োগ

দেন। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দায়িত্ব ছিল **‘আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা এবং এ মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করা’**। প্রাথমিকভাবে কমিশনের মেয়াদ ছিল কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিগত ১১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রথমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে দ্বিতীয়বার ১ মাস করে এবং ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে তৃতীয়বার ১৫ দিনসহ সর্বমোট তিন দফায় কমিশনের মেয়াদ ২ মাস ১৫ দিন (৩১ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত) বৃদ্ধি করা হয়।

৪। কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদনের ছাপানো অনুলিপি সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়। এরপর ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৭০টি, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ক ২৭টি, বিচার বিভাগ সংস্কার বিষয়ক ২৩টি, জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ক ২৬টি ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার বিষয়ক ২০টি সুপারিশ ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সরাসরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় সেগুলো স্প্রেডশিটে রাখা হয়নি। অপরদিকে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য পাঁচটি কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোট ৩৩টি রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে প্রেরণ করে, অনেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও প্রদান করে। মতামত গ্রহণের পাশাপাশি প্রথম পর্যায়ে ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ৪৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কিছু দলের সঙ্গে কমিশনের একাধিকবার বৈঠক হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষে কমিশন মৌলিক সাংবিধানিক সংস্কার বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ মোট ২০টি বিষয় নিয়ে দ্বিতীয় দফায় আলোচনায় মিলিত হয়। এ পর্যায়ে ৩ জুন থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৩০টি দল ও জোটের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন। এ পর্বে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মোট ২৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত এই সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ফলাফলস্বরূপ নিম্নলিখিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ কিছু বিষয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোটের ভিন্নমতসহ সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়।

৫। ঐকমত্যের ঘোষণা

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা স্ব–স্ব দলের পক্ষ থেকে—

(ক) বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে নিম্নলিখিত কাঠামোগত, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি;

(খ) এসব বিষয়কে এই জাতীয় সনদে (কিছু বিষয়ে ভিন্নমতসহ) সন্নিবেশিত করতে সম্মত হয়েছি; এবং

(গ) ২০০৯ সাল পরবর্তী ১৬ বছরে ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ, গ্রেফতার ও কারাবরণকারীদের প্রতি সহমর্মিতা এবং উক্ত গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমরা এই সনদকে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ হিসেবে ঘোষণা করছি।

৬। ঐকমত্যে উপনীত হওয়া বিষয়সমূহ

(ক) সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে সংস্কারের বিষয়সমূহ

জুলাই জাতীয় সনদের ভাষ্য	রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত
রাষ্ট্র ভাষা, নাগরিকত্ব ও সংবিধান	
১। ভাষা: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা। সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
২। বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয়: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২)–এ বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন' বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে: "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলিয়া পরিচিত হইবেন।"	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৩টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৯), (১৫) ও (২৮)। **[নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৩। সংবিধান সংশোধন: সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের নিম্নকক্ষের দুই–তৃতীয়াংশ এবং উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে; তবে প্রস্তাবনাসহ সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুচ্ছেদ যথা ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, যা অনুচ্ছেদ ৫৮ক, ২ক পরিচ্ছেদ (৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ) হিসেবে সংবিধানে যুক্ত হবে, তা সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) **['সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের নিম্নকক্ষের দুই–তৃতীয়াংশ' এর সাথে একমত], (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮)** [দুই–তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংশোধনের পক্ষে]**, (৩০), (৩১), (৩২)** ও **(৩৩)** [উচ্চকক্ষের ক্ষমতা ও কর্মপরিধি নিয়ে ভিন্নমত আছে]। **২টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২১) [উচ্চকক্ষের ক্ষমতা ও কর্মপরিধি নিয়ে ভিন্নমত আছে অর্থাৎ সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কোনো এখতিয়ার উচ্চকক্ষের থাকবে না] ও (২৮) [বর্তমান আর্থ–সামাজিক বাস্তবতায় এ মুহূর্তে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই]। **[নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৪। সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ: সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৩টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৮), (৯) ও (২০)। **[নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

৫। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) সংশোধন করা হবে এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম ও ৬ষ্ঠ তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না।	**২৩টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (৩২) ও (৩৩)। **৯টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১২), (১৩), (২০), (২৫) (২৭), (২৮), (২৯), (৩০) ও (৩১)। **[নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৬। জরুরি অবস্থা ঘোষণা: (১) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (২) জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধীদলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে এ মর্মে বিধান করা হবে যে, "অনুচ্ছেদ ৪৭ক–এর বিধান সাপেক্ষে কোনো নাগরিকের (ক) জীবনের অধিকার (Right to life) এবং (খ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫–এ বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাবে না।"	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৭)। **[নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	
৭। মূলনীতিসমূহ: সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ থাকবে।	**২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৬টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৯), (১৫), (২০), (২৫), (২৭) ও (২৮)।
	[নোট: পরিশিষ্টের ক্রমিক (৯), (১৫), (২০), (২৫), (২৭) ও (২৮)–এ উল্লিখিত ৬টি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান চার মূলনীতি অপরিবর্তিত রেখে যুক্ত করার বিষয়ে একমত।] **[নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৮। সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশ একটি বহু–জাতি–গোষ্ঠী, বহু–ধর্মী, বহু–ভাষী ও বহু–সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৩টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৯), (২৭) ও (২৯)। **[নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

৯। মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ: নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাবগুলো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হবে, যাতে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও আইনি বিধানাবলি পরিবর্তন করতে পারেন।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৭)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
রাষ্ট্রপতি	
১০। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৪)–এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৪)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
১১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব: রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)–এর সংশোধনী আনয়ন করা, যাতে কারো পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন: (১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (২) তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণ, (৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৪) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, এবং (৬) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** দফা ১১ এর ক্রমিক (১)–(৪)–এর বিষয়ে পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৯টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** দফা ১১ এর ক্রমিক (৫) ও (৬)–এর বিষয়ে পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (৩), (১১), (১৬), (১৭), (২১), (২৪) ও (৩৩) এবং দফা ১১ এর ক্রমিক (৫)–এর বিষয়ে পরিশিষ্টের ক্রমিক (৪)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
১২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই–তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই–তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (১০), (১১), (১২), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৩টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৯), (১৩) ও (১৮)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
১৩। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে তিনি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।

প্রধানমন্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা	
১৪। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ: একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর থাকতে পারবেন, এজন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
১৫। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একই সঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	**২৬টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩) (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৪টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (১৬), (১৭) ও (২১)।) [প্রধানমন্ত্রী একই সাথে দলীয় প্রধান থাকতে পারবেন]। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
১৬। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: সংবিধান সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান সংযুক্ত করা হবে— (১) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
(২) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮খ সংশোধনপূর্বক সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। (৩) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে আইনসভার নিম্নকক্ষের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায়— (১) প্রধানমন্ত্রী, (২) বিরোধীদলীয় নেতা, (৩) স্পিকার, (৪) ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দলের) এবং (৫) সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি— (যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্য থেকে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হবে) মোট ৫ (পাঁচ) সদস্য সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে। কমিটির যেকোনো বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদের স্পিকার সভাপতিত্ব করবেন।	
(৪) কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের নিকট হতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)–এ বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহ্বান করবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি দল ১ (এক) জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ১ (এক) জন মাত্র ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।	**২৮টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **২টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৪) ও (২২) মোট ২টি রাজনৈতিক দল দফা ১৬–এর ক্রমিক (৪)–এ উল্লেখিত 'নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ' বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

(৫) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম দাখিল করবে। কমিটি নিজ উদ্যোগেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির নাম অনুসন্ধান ও অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
(৬) পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিকট হতে প্রস্তাবিত নামসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ–আলোচনা করত বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)–এর অধীনে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য হতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। (৭) বাছাই কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী ১২০ (একশত কুড়ি) ঘণ্টার মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য অনুচ্ছেদ ৫৮গ–এ বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। এছাড়া, সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল ২ (দুই) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন। (৮) উপর্যুক্ত দফা (৭)–এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামের তালিকা হতে প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামের তালিকা হতে সরকারি দল যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট ২ (দুই) জনের নামের তালিকা হতে সরকারি দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নিবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে যদি ৪ (চার) জন সদস্য একমত হন তাহলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবেন।	
(৯) যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনো একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত হবেন; তবে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। উক্ত দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে ১ (এক) জন আপীল বিভাগের বিচারপতি হবেন এবং ১ (এক) জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হবেন। উক্ত ২ (দুই) জন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করার জন্য– (১) সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, (২) কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং (৩) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে।	**২৩টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের এই স্তর বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করে এই স্তরটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (১১), (১৬), (১৭), (২১), (২৪) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

(১০) এই পর্যায়ে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বাছাই কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে 'র‍্যাংকড চয়েজ' (Ranked Choice) বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে যেকোনো ১ (এক) জনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন।	**২৩টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের এই স্তর বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করে এই স্তরটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (১১), (১৬), (১৭), (২১), (২৪) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
(১১) উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করবেন না।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
(১২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বেছে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে না।	**২৮টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২১), (২২), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **২টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২০) [বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাইরে রাখার পক্ষে] ও (২৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
(১৩) কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র‍্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে র‍্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হলেও উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্য পদ পূরণের অধিকার রাখবেন।	**২৪টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৬টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের এই স্তর বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করে এই স্তরটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (১৬), (১৭), (২১), (২৪) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
(১৪) নিয়োগলাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)–এ বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বেছে নিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ প্রদান করবেন।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
(১৫) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে, ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি পরবর্তী ১৪ (চৌদ্দ) দিন তথা ৩৩৬ (তিনশত ছত্রিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে ১ (এক) জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবে এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন।	

(১৬) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)(ঘ) সংশোধনপূর্বক "বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহের পরিবর্তে "পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। (১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। (১৮) সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য, এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হবে। (১৯) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক ৯০ (নব্বই) দিন। তবে দৈব-দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরও সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে। (২০) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তার পদের কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে। (২১) ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮গ(২)-এর বিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থা বহাল থাকবে।	
আইনসভা	
১৭। আইনসভা গঠন: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে, যা নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) সমন্বয়ে গঠিত হবে।	**২৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৭), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৫টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (১১), (২৫), (২৮) [বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় এ মুহূর্তে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই] ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি ও এখতিয়ার	
১৮। উচ্চকক্ষের গঠন: (ক) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation-PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হবেন।	**২৪টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৫), (২৭), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (১৬), (১৭), (২১) [উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে ভিন্নমত আছে অর্থাৎ নিম্নকক্ষের আসনের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হবে], (২৪), (২৮) [বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় এ মুহূর্তে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই] ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
(খ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হবে শপথ গ্রহণের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।

	১টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট: পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৮) [বর্তমান আর্থ–সামাজিক বাস্তবতায় এ মুহূর্তে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই]। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
(গ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০ (দশ) শতাংশ নারী প্রার্থী থাকতে হবে।	**২৩টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৭), (১৮), (২০), (২২), (২৩), (২৫), (২৭), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (১৬), (১৯), (২১), (২৪) [এই দলসমূহ এই প্রস্তাবের সাথে একমত নয়], (২৮) [বর্তমান আর্থ–সামাজিক বাস্তবতায় এ মুহূর্তে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই] ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
১৯। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা: উচ্চকক্ষ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে: (ক) নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না; তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকে রাখতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।	**২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [দফা ১৯–এর ক্রমিক (খ), (গ) ও (ঘ)–এর বিষয়ে একমত], (২২), (২৩), (২৪), (২৭), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [দফা ১৯–এর ক্রমিক (খ), (গ) ও (ঘ)–এর বিষয়ে একমত]। **৮টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (১১), (১৬), (১৭), (২১) [দফা ১৯–এর ক্রমিক (ক) ও (ঙ) অর্থাৎ উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা—যথা সংবিধান সংশোধন, অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধ পরিস্থিতি) ইত্যাদি বিল উচ্চকক্ষে প্রেরণ করা হবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে], (২৫), (২৮) [বর্তমান আর্থ–সামাজিক বাস্তবতায় এ মুহূর্তে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই] ও (৩৩) [দফা ১৯–এর ক্রমিক (ক) ও (ঙ)–এর বিষয়ে দ্বিমত]। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
(খ) যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। (গ) যেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাবে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। (ঘ) উচ্চকক্ষ থেকে ফেরত পাঠানো বিল যদি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আবারও পাস হয়, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে। (ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।	

২০। উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, উচ্চকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতার অনুরূপ হবে।	**২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (১০), (১২), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৭), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৭টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৮), (৯), (১১), (১৩), (২৬), (২৮) [বর্তমান আর্থ–সামাজিক বাস্তবতায় এ মুহূর্তে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই] ও (২৯)। ১টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি: পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৫)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
২১। জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব: জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ (একশত) আসনে উন্নীত করা হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
২২। জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির পদ্ধতি: (ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০ (পঞ্চাশ) টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)–এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে।	**২৬টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৪টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২০) [নারীদের জন্য ১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে], (২৫), (২৭) [নারীদের জন্য ১০০টি আসন সংরক্ষণ ও তাতে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে] ও (২৮) [১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে]। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
(খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ৩০০ (তিনশত) সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে, তবে এটি সংবিধানে উল্লেখ করা হবে না।	**২৭টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (২০), (২১), (২২), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৩টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৪), (১৯) ও (২৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
(গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম ১০ (দশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে।	
(ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে।	**২৬টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (২০), (২১), (২২), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৪টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৪), (১৪), (১৯) ও (২৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

(ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়)–এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ (পঁচিশ) বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থিতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।	**২৭টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (২০), (২১), (২২), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৩টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৪), (১৯) ও (২৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
২৩। ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করে ডেপুটি স্পিকার সরকারদলীয় সদস্য ব্যতীত অপর সদস্যদের মধ্য হতে মনোনীত করা হবে।	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৬)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
২৪। সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সভাপতি পদে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া, জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
২৫। জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০–এর বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২১) [অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা 'সংবিধান সংশোধন' ও 'জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধ পরিস্থিতি)' বিষয়গুলোও সংযোজন করতে পারবে।] [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
২৬। আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পর আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন (রেটিফাই) করা হবে।	**২৭টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৪), (২৬), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৩টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১৮), (২১) ও (২৯)। **২টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১৩) ও (২৫)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

নির্বাচন ব্যবস্থা	
২৭। প্রতি জনশুমারি বা দশ বছর পর পর সীমানা পুনঃনির্ধারণ: প্রতি জনশুমারি বা অনধিক ১০ (দশ) বছর পরে সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯–এর দফা ১–এর (গ)–এর শেষে বর্ণিত "এবং" শব্দটির পর 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি অস্থায়ী বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান' যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (সর্বশেষ ২০২৫ সালে সংশোধিত)–এর ধারা ৮(৩)–এর সঙ্গে যুক্ত করে উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **১টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
বিচার বিভাগ	
২৮। আপীল বিভাগ থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫–এর বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
২৯। আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ: (১) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করবেন। (২) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬–এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩) [দফা ২৯–এর ক্রমিক (২)–এ উল্লিখিত বিষয়টি আইনের দর্শনের পরিপন্থি। কারণ অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচনা করাই আইনসম্মত], (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২১) [অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তবে তারা সংবিধানে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতিদের মধ্য হতে যেকোনো একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগদান করবেন মর্মে বিধান সংযোজন করতে পারবে।] [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৩০। আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাবে।"	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৯)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৩১। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointment Commission–JAC) গঠন করা হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৪), (২৬), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২১) [সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে]।

	২টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি: পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৫) ও (২৯)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৩২। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান: সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	**২৮টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৪টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৩), (২১) [সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে], (২৭) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৩৩। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে।	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [ইতোমধ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৪(৪) এবং ১১৬ক–এ বিষয়টি বিদ্যমান থাকায় এই দফা পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন নেই], (২২), (২৩), (২৪), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [ইতোমধ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৪(৪) এবং ১১৬ক–এ বিষয়টি বিদ্যমান থাকায় এই দফা পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন নেই]। **১টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৫)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৩৪। বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ: **(ক) সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ:** রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তার পরিবর্তে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে। **(খ) উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত সম্প্রসারণ:** (১) যে সকল উপজেলা জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা), সে সকল উপজেলা আদালতসমূহ জেলা জজ কোর্টের সাথে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। (২) বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল ও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। (৩) জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে)। অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট, যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা, মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা হবে। (৪) অধঃস্তন আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [দফা ৩৪(ক) এর বিষয়ে প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্টের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে], (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [সুপ্রীম কোর্টের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে]। **১টি রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৯)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

৩৫। বিচারকদের পদের মেয়াদ ও তাদের অপসারণ: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬–এ বর্ণিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা ও এর এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২৩), (২৪), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **২টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১১) ও (২২)। **১টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৫)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৩৬। বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ: অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা হবে।	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৩৭। স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন করা হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না করে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে], (২২), (২৩), (২৪), (২৬), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না করে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে]। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৯)। **১টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৫)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
নির্বাচন কমিশন	
৩৮। নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮(১) সংশোধনপূর্বক এরূপ যুক্ত করা হবে যে, (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে: (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/Selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই/Selection কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পদ্ধতিতে (যেখানে নির্বাচন	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।

কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা–অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) 'ইচ্ছাপত্র' ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থী অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। (খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই–বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। (ঘ) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮–এর দফা (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) অপরিবর্তিত থাকবে। (ঙ) অনুচ্ছেদ ১১৮(৫)–এর সাথে এরূপ যুক্ত হবে: 'এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে।'	
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ	
৩৯। ন্যায়পাল নিয়োগ: (ক) সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ ৭৭ সংশোধনপূর্বক ৭৭(১)–এ যুক্ত করা হবে যে, "এই সংবিধানের অধীনে দেশে একজন ন্যায়পাল থাকবেন।" (খ) সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে—(১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) সংসদ নেতা, (৪) বিরোধী দলের নেতা, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) রাষ্ট্রপতির একজন প্রতিনিধি (নির্দলীয় ব্যক্তি এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং (৭) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি ন্যায়পাল পদে নিয়োগলাভের উপযুক্ত (সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হবে) এবং এই পদে নিয়োগলাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' অথবা তথ্য আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তসমূহ যাচাই–বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই–তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হতে একজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করবে; অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (ঘ) ন্যায়পালের যোগ্যতা–অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।	**২৫টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [দফা ৩৯–এর ক্রমিক (ক) ও (ঘ)–এর সাথে একমত], (২২), (২৩), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), **(৩২) ও (৩৩) [দফা ৩৯– এর ক্রমিক (ক) ও (ঘ)–এর সাথে একমত]।** **৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (১৬), (১৭), (২১) [দফা ৩৯– এর ক্রমিক (খ) ও (গ)– এর ক্রমিক অর্থাৎ ন্যায়পাল নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে ভিন্নমত রয়েছে অর্থাৎ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হবে], (২৪) ও (৩৩) [দফা ৩৯– এর ক্রমিক (খ) ও (গ)–এর সাথে দ্বিমত]। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৪০। সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৭ সংশোধন/বিলুপ্তিপূর্বক যুক্ত করা হবে যে, (ক) সংবিধানের অধীনে ৩ (তিন) টি সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং প্রত্যেক কমিশন ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। (খ) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধী দলের প্রধান হুইপ, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য	**২৩টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (১৬), (১৭), (২১) [আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হবে], (২৪) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই–বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই–তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে মনোনীত করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৭ (সাত) জনকে সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (ঘ) বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নতুন সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করবেন। (ঙ) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা–অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। (চ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত সরকারি কর্ম কমিশনসমূহের কোনো চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না। (ছ) "সরকারি কর্ম কমিশন স্বীয় দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবে" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।	
৪১। মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৭(১) সংশোধনপূর্বক বিধান করা হবে যে, (ক) (১) জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হতে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) সংসদ উপনেতা, (৩) বিরোধীদলীয় উপনেতা, (৪) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৫) জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, (৬) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদায়ী মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের 'জীবনবৃত্তান্ত' যাচাই–বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই–তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (গ) বিদায়ী মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নবনিযুক্ত মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ করবেন। (ঘ) মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা–অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।	**২৩টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৭টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (১৬), (১৭), (২১) [আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হবে],, (২৪) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

(ঙ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অপসারিত হবেন না। (চ) "মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।	
দুর্নীতি দমন কমিশন	
৪২। দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ: যেহেতু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সেহেতু সেটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে নিম্নরূপ একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হবে: "(১) দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকবে এবং এই কমিশনের নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা হবে: (ক) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যিনি এই বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন), (খ) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, (গ) মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (ঘ) সরকারি কর্ম কমিশন (সাধারণ)–এর চেয়ারম্যান, (ঙ) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, (চ) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, এবং (ছ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি (যিনি দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন)। উক্ত বাছাই কমিটি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই কমিটি আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে—(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনাগণের নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারসহ ৫ (পাঁচ) জনের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী হবেন। (২) উক্ত কমিটি উপযুক্ত প্রার্থীদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই–বাছাই করত তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৪ (চার) জনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী চার (৪) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (৩) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার অপসারিত হবেন না। (৪) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে বাছাই প্রক্রিয়া, নিয়োগলাভের যোগ্যতা–অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। (৫) দুর্নীতি দমন কমিশন স্বীয় দপ্তরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।"	**২৩টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৭টি রাজনৈতি দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (১৬), (১৭), (২১) [আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হবে], (২৪) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

৪৩। সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে: রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবেন না এবং অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হবে।	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল স্বতন্ত্রভাবে লিখিত প্রস্তাব জমা দিয়েছে:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৮)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	
৪৪। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) ['নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে' এই প্রস্তাবে একমত। আইনের মাধ্যমে করা উত্তম। সংবিধানে সংযোজনে দ্বিমত], (২২), (২৩), (২৪), (২৬), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে হলে একমত। সংবিধানে অন্তর্ভুক্তিতে দ্বিমত]। **২টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৫) ও (২৭)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৪৫। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [নীতিগতভাবে একমত কিন্তু সংবিধানে সংযোজনে দ্বিমত। 'জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।' এই প্রস্তাবের সাথে ভিন্নমত রয়েছে], (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২২)। **১টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৭)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৪৬। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করা: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, প্রজাতন্ত্রের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অধীন হবেন এবং যে সকল সরকারি বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়নপ্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবেন।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [নীতিগতভাবে একমত, তবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হবে], (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা শ্রেয়]। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২২)।

	১টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি: পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৭)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৪৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষে পাঠাতে হবে।	**২৮টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৯), (২০), (২১) [নীতিগতভাবে একমত কিন্তু সংবিধানে সংযোজনে দ্বিমত। বাজেট বরাদ্দে উচ্চকক্ষের কোনো ভূমিকা নেই], (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [বাজেট বরাদ্দে উচ্চকক্ষের ভূমিকা না রাখার পক্ষে]। **২টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৯) ও (১৮)। **২টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৭) ও (২৮)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

(খ) আইন/অধ্যাদেশ, বিধি ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংস্কারের বিষয়সমূহ

জুলাই জাতীয় সনদের ভাষ্য	রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত
আইনসভা	
৪৮। সংসদ, সংসদের কমিটি এবং সদস্যদের অধিকার, অধিকারের সীমা ও দায় সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৮(৫) সংশোধন সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার, অধিকারের সীমা এবং দায় নির্ধারণ করা হবে।	**২৪টি দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৫), (৬), (৮), (১০), (১১), (১২), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৬), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৩টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১৩), (২৭) ও (২৯)। **৫টি রাজনৈতিক দল মতামত দেয়নি:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৭), (৯), (১৮) (২৫) ও (২৮)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
নির্বাচন ব্যবস্থা	
৪৯। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ: নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন করা (যদি ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) এবং উক্ত কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **১টি রাজনৈতিক দল নোট অব ডিসেন্ট:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

বিচার বিভাগ	
৫০। বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা, হালনাগাদ ও প্রয়োগ করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৫১। সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি: সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'বিচারপতি' পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **২টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৯) ও (১৮)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৫২। সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা: নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব সচিবালয় থাকবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এই সচিবালয়ে সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে। এই সচিবালয়ের উপর অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৫৩। স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন: একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠনের জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **২টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২১) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৫৪। বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি: বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৫৫। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর: বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **২টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১৮) ও (২৭)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

৫৬। বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ: প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা–কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করা হবে।	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৪)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৫৭। আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা: মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৫৮। কতিপয় আইন রহিতকরণ ও সংশোধন: 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' রহিত করা এবং মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা এবং সালিস আইন, ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৫৯। আইনজীবীদের আচরণবিধি: আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে।	**২৯টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৪টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২৭), (২৮) [আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে' এই অংশের সঙ্গে একমত নয়] ও (২৯)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৬০। আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন: আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গ সংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।	**২৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৪), (২৬), (২৯), (৩১) ও (৩২)। **৭টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২১) [কোনো নাগরিকের রাজনীতি চর্চার সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা যাবে না], (২৩), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০) ও (৩৩) [কোনো নাগরিকের রাজনীতি চর্চার সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা যাবে না]। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৬১। বিচারকদের রাজনৈতিক দলীয় আনুগত্য: বিচারকদের রাজনৈতিক দলীয় আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।

জনপ্রশাসন	
৬২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯–এর সংশোধন: নাগরিকগণ যাতে সহজে ও অবাধে সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Information Act, 2009) পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯–এর আওতাভুক্ত করা হবে।	**২৮টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৯), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৪টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২৭), (২৮) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৬৩। অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট, ১৯২৩ (Official Secrets Act, 1923)–এর সংশোধন: নাগরিকদের তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Official Secrets Act, 1923 পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে।	**২৭টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৯), (২০), (২১), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (১৮), (২২), (২৭) ও (২৯)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৬৪। গণহত্যা ও ভোট জালিয়াতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে স্বাধীন কমিশন গঠন: জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৬৫। স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন: জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **২টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৭) ও (২৯)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৬৬। তিনটি সরকারি কর্ম কমিশন গঠন: প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ ৩ (তিন) টি সরকারি কর্ম কমিশন গঠন করা হবে—(ক) সরকারি কর্ম কমিশন (সাধারণ): শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সার্ভিস ব্যতীত অন্য সকল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; (খ) সরকারি কর্ম কমিশন (শিক্ষা): শুধু শিক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; এবং (গ) সরকারি কর্ম কমিশন (স্বাস্থ্য): শুধু স্বাস্থ্য সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য।	**২৫টি রাজনৈতিক দল একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১৩), (১৪), (১৫), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৪), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **৭টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (১২), (১৬), (১৭), (২১), (২৫) ও (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

৬৭। হিসাব বিভাগ থেকে নিরীক্ষা বিভাগ আলাদাকরণ: নিরীক্ষা কার্যক্রমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, হিসাব বিভাগ হতে নিরীক্ষা বিভাগের পৃথকীকরণ এবং নিরীক্ষার গুণগতমান উন্নতির জন্য নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা হবে।	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৭)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৬৮। কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন: ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে ২ (দুই)টি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে।	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৭)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
পুলিশ	
৬৯। স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন: পুলিশ বাহিনীর পেশাদারত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি 'পুলিশ কমিশন' গঠন করা হবে। এই কমিশনের উদ্দেশ্য হবে: (১) শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে পুলিশ যাতে আইনানুগভাবে এবং প্রভাবমুক্তভাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করা। (২) পুলিশ বাহিনীর যেকোনো সদস্যের উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ। (৩) নাগরিকদের পক্ষ হতে পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য/সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ। কমিশনের গঠন প্রক্রিয়া জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব বিবেচনায় নিতে পারবে: (ক) (১) চেয়ারম্যান: আপীল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যার বয়স ৭৫ (পঁচাত্তর) বছরের ঊর্ধ্বে নয়। (২) সদস্য সচিব: অতিরিক্ত পুলিশ মহা-পরিদর্শকের নিচে নয়, এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, যার বয়স ৬২ (বাষট্টি) বছরের ঊর্ধ্বে নয়। (৩) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতার একজন প্রতিনিধি, যিনি সংসদ সদস্য হবেন। (৪) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার একজন প্রতিনিধি, যিনি সংসদ সদস্য হবেন। (৫) জাতীয় সংসদের স্পিকারের একজন প্রতিনিধি, যিনি সংসদ সদস্য হবেন। (৬) জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকারের (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত) একজন প্রতিনিধি, যিনি সংসদ সদস্য হবেন।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।

(৭) সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়, এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন)।	
(৮) জেলা জজ পদমর্যাদার নিচে নয়, এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা অথবা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তালিকাভুক্ত একজন আইনজীবী, যার আইন পেশায় ন্যূনতম ১৫ (পনেরো) বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।	
(৯) একজন মানবাধিকার কর্মী [দেশে অথবা বিদেশে নিবন্ধিত মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থায় ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন]।	
(খ) কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে ন্যূনতম ২ (দুই) জন নারী সদস্য থাকবেন।	
(গ) (১), (২), (৭), (৮) ও (৯) নম্বর ক্রমিকের সদস্যদের বাছাইয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি [বিচারক হিসেবে যার অভিজ্ঞতা ১০ (দশ) বছরের কম নয়] সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে।	
(ঘ) চেয়ারম্যান এবং সদস্য সচিব কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হবেন। কমিশনের বাকি ৭ (সাত) জন সদস্য অবৈতনিক হবেন; তবে তাদের কমিশন সভায় যোগদান ও অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভাতা/সম্মানি প্রাপ্তি আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব এবং অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য, এখতিয়ার, জবাবদিহিতা, পদত্যাগের অধিকার এবং অপসারণের পদ্ধতি ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।	
(ঙ) কমিশনের নীতি–নির্ধারণী ও নির্বাহী কার্যাবলি কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে অনুমোদিত হবে।	
(চ) কমিশনের মৌলিক দায়িত্ব ও কার্যপরিধি (যা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ থাকবে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখবে) :	
(১) কোনো পুলিশ সদস্য কর্তৃক আইনের লঙ্ঘন তথা বেআইনি ও বিধি–বহির্ভূত কর্মকাণ্ড নিরূপণ করত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান।	
(২) পুলিশের আইনানুগ ও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে যেকোনো ধরনের বেআইনি প্রভাব বা হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা প্রদানে কমিশন কর্তৃক নিজ বিবেচনায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান।	
(৩) পুলিশের কোনো সদস্য বা সদস্যগণের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ আমলে নিয়ে যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান।	
(৪) কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা মহল কর্তৃক বেআইনি চাপ প্রয়োগ, অবৈধ বা বিধি–বহির্ভূত কাজে বাধ্য করা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো পুলিশ সদস্য কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগ আমলে নিয়ে সে বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করত কমিশনের নিজ বিবেচনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান।	
(৫) পুলিশি ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধি–বিধানের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত করত সেগুলোকে যথাযথ ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে একটি চলমান সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা করা।	
(৬) যেকোনো পক্ষ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের তদন্ত ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কমিশন পুলিশের যেকোনো সংস্থা, (যেমন সিআইডি বা পিবিআই) এমনকি প্রয়োজন মনে করলে সরকারের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় তদন্ত পরিচালনারও অধিকার রাখবে।	
(৭) কমিশনের নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকব	

দুর্নীতি দমন	
৭০। বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)–এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যেকোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে।	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১) ও (৩২)। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৩৩)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৭১। রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন: রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৭২। দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে সুবিধাভোগী মালিকানা (beneficial ownership) সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন: প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়–সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৭৩। নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা: নির্বাচনি আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা: (ক) রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়–ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [প্রার্থীর আয়কর রিটার্ন একটি প্রাইভেট ডকুমেন্ট। দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ আদালতের মাধ্যমে উহা তলব করতে পারবে], (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [আদালতের মাধ্যমে তলব করার পক্ষে]। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৭৪। জনপ্রতিনিধিদের সম্পদ ও আয়–ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ: সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দিবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৭৫। দুর্নীতিবাজদের বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের করণীয়: রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দিবে না।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।

৭৬। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর সংশোধন: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ধারা ৮(১) এরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে— আইন, শিক্ষা, প্রশাসন, বিচার, শৃঙ্খলা বাহিনী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনেরো) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হওয়ার যোগ্য হবেন।	**৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **২টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (৪) ও (২২)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৭৭। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পদ্ধতি: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ধারা ৭(১) থেকে ৭(৫) সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন জানুয়ারি ২০২৫–এর সুপারিশ অনুসরণ করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৭৮। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা হবে। এর ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বিচারকসহ যেকোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন অর্থাৎ উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে না।	**২৮টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৬), (২৭), (২৯), (৩০), (৩২) ও (৩৩)। **৩টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১২), (২৫) ও (৩১)। **১টি রাজনৈতিক দল স্বতন্ত্র মতামত জমা দিয়েছে:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৮)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৭৯। আয়কর আইন, ২০২৩–এর ধারা ৩০৯–এর সংশোধন: আয়কর আইন, ২০২৩–এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	**২৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২২), (২৩), (২৪), (২৬), (২৭), (২৯), (৩০) ও (৩২)। **৬টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (১২), (২১) [আদালতের অনুমোদনক্রমে দুর্নীতি দমন কমিশন যেকোনো তথ্য বা দলিলাদি তলব করতে পারবে], (২৫), (৩১) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল স্বতন্ত্র মতামত জমা দিয়েছে:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২৮)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৮০। বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনা: United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)–এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [নীতিগতভাবে একমত, তবে এরূপ অপরাধ সাধারণ আইনে বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়], (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [সাধারণ আইনে আওতায় আনার পক্ষে। দুদক আইনের আওতায় আনার বিপক্ষে]। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

৮১। Common Reporting Standards–এর বাস্তবায়ন: দেশ বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের Common Reporting Standards–এর পক্ষভুক্ত হওয়া এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৮২। দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র প্রণয়ন: রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ করে ন্যায়পালের কার্যালয়কে এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করা হবে।	**৩১টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)। **১টি রাজনৈতিক দল একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১৬)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]
৮৩। পরিষেবা খাতের কার্যক্রম ও তথ্য অটোমেশন করা: সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের—বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা–পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য–ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড–টু–এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা হবে।	**৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩)।
৮৪। Open Government Partnership–এর পক্ষভুক্ত হওয়া: বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership–এর পক্ষভুক্ত হতে হবে।	**২৬টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (২), (৩), (৪), (৬), (৭), (৯), (১০), (১১), (১৩), (১৪), (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১) [জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে], (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (৩০), (৩১), (৩২) ও (৩৩) [জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে]। **৬টি রাজনৈতিক দল ও জোট একমত নয়:** পরিশিষ্টের ক্রমিক (১), (৮), (১২), (১৫), (২৮) ও (২৯)। [**নোট:** অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।]

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন–সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ–তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন–আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব বাংলাদেশে ১৬ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্ট গণঅভ্যুত্থানকালে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এবং তার সহযোগী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কতিপয় সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান এবং জুলাই আহতদের রাষ্ট্রীয় বীর হিসাবে স্বীকৃতি, আহত বীর জুলাই যোদ্ধাদের যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান যেমন–মাসিক ভাতা, সুচিকিৎসা, পুনর্বাসন ব্যবস্থা এবং শহীদ পরিবার ও আহত বীর জুলাই যোদ্ধাদের আইনগত দায়মুক্তি, মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ প্রণয়নে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষর

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

[স্বাক্ষর]

মোস্তফা জামাল হায়দার
১২ দলীয় জোট প্রধান
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি

[স্বাক্ষর]

শাহাদাত হোসেন সেলিম
মুখপাত্র
১২ দলীয় জোট
ও
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

কর্নেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
সভাপতি
আমজনতার দল

মোঃ তারেক রহমান
সাধারণ সম্পাদক
আমজনতার দল

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু
চেয়ারম্যান
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ
সাধারণ সম্পাদক
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন
প্রেসিডিয়াম সদস্য
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

মাওলানা গাজী আতাউর রহমান
সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

মাওলানা আব্দুল কাদের
চেয়ারম্যান
ইসলামী ঐক্যজোট

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী
মহাসচিব
ইসলামী ঐক্যজোট

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ আমীর
খেলাফত মজলিস

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

17.10.2025

নুরুল হক নুর
সভাপতি
গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)

রাশেদ খাঁন ১৭-১০-২০২৫

মোঃ রাশেদ খাঁন
সাধারণ সম্পাদক
গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন–সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন–আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত চৌধুরী
জ্যেষ্ঠ এডভোকেট
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
গণফোরাম

ডা. মো. মিজানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
গণফোরাম

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

জোনায়েদ সাকি
প্রধান সমন্বয়কারী
গণসংহতি আন্দোলন

আবুল হাসান রুবেল
নির্বাহী সমন্বয়কারী
গণসংহতি আন্দোলন

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী
সহ-সভাপতি
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী
মহাসচিব
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২
১৭ অক্টোবর ২০২৫

Shahidul Islam

আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া
ভাইস চেয়ারম্যান
জাকের পার্টি

জহিরুল হাসান শেখ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা ছাত্রফ্রন্ট
জাকের পার্টি

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে–

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন–সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ–তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন–আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫–এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

আমিনুল হক টিপু বিশ্বাস
সমন্বয়ক
কেন্দ্রীয় কমিটি
জাতীয় গণফ্রন্ট

মঞ্জুরুল আরেফিন লিটু বিশ্বাস
সদস্য
কেন্দ্রীয় কমিটি
জাতীয় গণফ্রন্ট

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

তানিয়া রব
সিনিয়র সহ-সভাপতি
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপুর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

ববি হাজ্জাজ চেয়ারম্যান জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন মহাসচিব জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

17.10.2025

ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ
সমন্বয়ক
জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
ও
চেয়ারম্যান, এনপিপি

১৭-১০-২০২৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার লুৎফর রহমান
জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
ও
সভাপতি
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

মাহমুদুর রহমান মান্না
সভাপতি
নাগরিক ঐক্য

শহীদুল্লাহ কায়সার
সাধারণ সম্পাদক
নাগরিক ঐক্য

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

মাওলানা ইউসুফ আশরাফ
সিনিয়র নায়েবে আমীর
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ
মহাসচিব
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে–

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
মহাসচিব
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

সালাহউদ্দিন আহমেদ
সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের
কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

মিয়া গোলাম পরওয়ার
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

মাওলানা আবদুল মাজেদ আতহারী
সিনিয়র নায়েবে আমির
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি

মাওলানা মুসা বিন ইযহার
মহাসচিব
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

[স্বাক্ষর] ১৭/১০/২০২৫

ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ লেবার পার্টি

[স্বাক্ষর] 17-10-2025

খন্দকার মিরাজুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব
বাংলাদেশ লেবার পার্টি

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে–

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

সাইফুল হক
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

বহ্নিশিখা জামালী
রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ রফিকুল ইসলাম (বাবলু)
চেয়ারম্যান
ভাসানী জনশক্তি পার্টি

ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ (সেলিম)
মহাসচিব
ভাসানী জনশক্তি পার্টি

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২
১৭ অক্টোবর ২০২৫

হাসনাত কাইয়ুম
সভাপতি
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার ও ঘোষণা করছি যে—

(১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।

(২) যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত জনগণের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সেহেতু রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ গ্রহণ করেছি বিধায় এই সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফসিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করব।

(৩) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করব না, উপরন্তু উক্ত সনদ বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

(৪) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশেষত ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করব।

(৫) গণঅভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

(৬) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধির পরিবর্তন বা সংশোধন করব।

(৭) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করেই দ্রুততম সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে।

১ কার্তিক ১৪৩২

১৭ অক্টোবর ২০২৫

Redwan Ahmed

ড. রেদোয়ান আহমেদ
মহাসচিব
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি

Md Neamul Bashir

ড. নেয়ামূল বশির
প্রেসিডিয়াম সদস্য
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণের স্বাক্ষর

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণের স্বাক্ষর

ড. ইফতেখারুজ্জামান
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

বিচারপতি এমদাদুল হক
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

সফর রাজ হোসেন
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া
সদস্য
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

অধ্যাপক আলী রীয়াজ
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস
সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন
সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

পরিশিষ্ট

[জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ প্রণয়নে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের তালিকা]

(বর্ণানুক্রমিক অনুযায়ী)

(১) ১২ দলীয় জোট
(২) আমজনতার দল
(৩) আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)
(৪) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
(৫) ইসলামী ঐক্যজোট
(৬) খেলাফত মজলিস
(৭) গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)
(৮) গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য
(৯) গণফোরাম
(১০) গণসংহতি আন্দোলন
(১১) জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ
(১২) জাকের পার্টি
(১৩) জাতীয় গণফ্রন্ট
(১৪) জাতীয় নাগরিক পার্টি–এনসিপি
(১৫) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জেএসডি
(১৬) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)
(১৭) জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
(১৮) নাগরিক ঐক্য
(১৯) বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
(২০) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ
(২১) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি
(২২) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
(২৩) বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি
(২৪) বাংলাদেশ লেবার পার্টি
(২৫) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি
(২৬) বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
(২৭) বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
(২৮) বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ
(২৯) বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)
(৩০) বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
(৩১) ভাসানী জনশক্তি পার্টি
(৩২) রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
(৩৩) লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি–এলডিপি

বিকল্প–১

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫

যেহেতু সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে সংঘটিত ছাত্র–শ্রমিক–জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত গণঅভ্যুত্থানের ফলে ৫ আগস্ট ২০২৪ (২১ শ্রাবণ ১৪৩১) তারিখে তৎকালীন কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটে, ৬ আগস্ট ২০২৪ (২২ শ্রাবণ ১৪৩১) তারিখে জাতীয় সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ৮ আগস্ট ২০২৪ (২৪ শ্রাবণ ১৪৩১) তারিখে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, যাহা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকারিতা ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; এবং

যেহেতু রাষ্ট্রীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সুশাসন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থায় সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং উক্ত কমিশনসমূহ স্ব স্ব প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করে; এবং

যেহেতু উপরিউক্ত প্রতিবেদনগুলিতে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশসমূহের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (২৯ মাঘ ১৪৩২) তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে; এবং

যেহেতু জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সহিত আলোচনাক্রমে সংবিধান সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কারের সুপারিশ সংবলিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ প্রণয়ন করে এবং রাজনৈতিক দল ও জোট সম্মিলিতভাবে উক্ত সনদে স্বাক্ষর ও তাহা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে; এবং

যেহেতু সংবিধান সংস্কার বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের অনুমোদন প্রয়োজন এবং তদুদ্দেশ্যে গণভোট অনুষ্ঠান, সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও উক্ত পরিষদ কর্তৃক সংবিধান সংস্কার অপরিহার্য; এবং

যেহেতু উক্ত গণভোট অনুষ্ঠানের পূর্বে জনগণের জ্ঞাতার্থে এবং উক্ত সাংবিধানিক পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদনের সুবিধার্থে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক প্রণীত একটি খসড়া বিল গণভোটে উপস্থাপন করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উপরে বর্ণিতমতে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করিবার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করা একান্ত প্রয়োজন,

সেহেতু সরকার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রকাশিত জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে এই আদেশ জারি করিল:–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**– এই আদেশ জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে, যাহা অতঃপর “এই আদেশ” বলিয়া উল্লেখিত।

২। **আদেশের প্রবর্তন ও কার্যকরতা।**– জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ফল হিসাবে প্রণীত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আদেশ অবিলম্বে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হইবে, এবং–

(ক) উক্তরূপে গেজেট প্রকাশের তারিখে ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১৩ ও ১৬ অনুচ্ছেদ কার্যকর হইবে; এবং

(খ) ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদ গণভোটের ইতিবাচক ফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে কার্যকর হইবে।

৩। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,–

(ক) "গণভোট" অর্থ এই আদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত গণভোট;

(খ) "জাতীয় সংসদ" অর্থ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে গঠিত জাতীয় সংসদ;

(গ) "জুলাই গণঅভ্যুত্থান" অর্থ ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্ট মাসে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থান, যাহার পরিণতিতে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে তৎকালীন সরকারের পতন ঘটে, ৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়;

(ঘ) "জুলাই জাতীয় সনদ" অর্থ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ এবং উক্ত কমিশন কর্তৃক স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫;

(ঙ) "নির্বাচন কমিশন" অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(চ) "নির্বাচিত প্রতিনিধি" অর্থ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে গঠিত জাতীয় সংসদের সকল সংসদ–সদস্য;

(ছ) **"পরিষদ"** অর্থ এই আদেশের ৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে গঠিত সংবিধান সংস্কার পরিষদ;

(জ) "সভাপ্রধান" অর্থ এই আদেশের ১০ অনুচ্ছেদ অনুসারে পরিষদের সভায় সভাপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(ঝ) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান;

(ঞ) "সংসদ নির্বাচন" অর্থ এই আদেশ জারির অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন; এবং

(ট) "সংবিধান সংস্কার খসড়া বিল" অর্থ জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক প্রণীত সংবিধান সংস্কার খসড়া বিল।

৪। **জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত সংবিধান সংস্কার বিষয়ে গণভোট।**– জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই আদেশ এবং ইহার তফসিল–১ এ সন্নিবেশিত জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত অংশ ও ইহার ভিত্তিতে প্রণীত পূর্ণাঙ্গ খসড়া বিল গণভোটে উপস্থাপন করা হইবে।

৫। **গণভোটের ব্যালটে উপস্থাপনীয় প্রশ্ন ।**– (১) গণভোটে নিম্নরূপ প্রশ্ন উপস্থাপন করা হইবে –

'আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং ইহার তফসিল–১–এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত খসড়া বিলের প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?'।

(২) ব্যালটের মাধ্যমে গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যালটে প্রত্যেক ভোটার গোপনে ভোটদান করিবেন।

৬। **গণভোট অনুষ্ঠান।**– এই আদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে যথোপযুক্ত সময়ে অথবা উক্ত নির্বাচনের দিন এই আদেশ অনুসারে গণভোট অনুষ্ঠান করা হইবে।

৭। **গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য আইন প্রণয়ন।**– গণভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

৮। **সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও উহার কার্যাবলি।**– (১) গণভোটে উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট ইতিবাচক (হ্যাঁ সূচক) হইলে–

(ক) এই আদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হইবে, **যাহা সংবিধান সংস্কার বিষয়ে গাঠনিক ক্ষমতা** (constituent power) **প্রয়োগ করিতে পারিবে;**

(খ) উক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একইসাথে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে এবং এই আদেশ অনুসারে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ হইতে ২৭০ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এই আদেশের তফসিল–১ এ বর্ণিত জুলাই জাতীয় সনদ অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন করিবে এবং তাহা সম্পন্ন করিবার পর পরিষদের কার্যক্রম সমাপ্ত হইবে;

(ঘ) **পরিষদ দফা (গ) তে উল্লেখিত কার্য সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে গণভোটে অনুমোদিত সংবিধান সংস্কার বিলের বিষয়াদি বিবেচনা করিবে; এবং**

(ঙ) পরিষদ দফা (গ) তে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে উহার কার্যসম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে সংবিধান সংস্কার বিল পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা সংবিধান সংস্কার আইনরূপে কার্যকর হইবে।

(২) পরিষদের কার্যধারায় অংশগ্রহণের সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পরিষদ–সদস্য হিসাবে অভিহিত হইবেন।

(৩) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ ইহার অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবি, **সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনের পদ্ধতি, উক্ত প্রস্তাব বিবেচনা ও গ্রহণ, সংবিধান সংস্কার বিল উত্থাপন, বিবেচনা ও গ্রহণ এবং অন্য সকল বিষয়ে কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করিবে।**

(৪) জাতীয় সংসদ সচিবালয় পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৯। **শপথ এবং শপথ পাঠ পরিচালনা।–** (১) নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংসদ–সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণের পর একই শপথ অনুষ্ঠানে এই আদেশের তফসিল–২ অনুযায়ী পরিষদ–সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা (এই অনুচ্ছেদে "শপথ" বলিয়া অভিহিত) করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন।

(২) সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ–সদস্যদের ক্ষেত্রে যিনি শপথ–পাঠ পরিচালনা করিবেন তিনিই এই আদেশের তফসিল–২ এ বিধৃত ফরমে পরিষদ–সদস্যদের শপথ–পাঠ পরিচালনা করিবেন।

১০। **পরিষদের সভাপ্রধান, ইত্যাদি।–** (১) পরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে পরিষদ–সদস্যগণ ইহার সভাপ্রধান ও উপ–সভাপ্রধান নির্বাচন করিবে; এবং উক্তরূপ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত পরিষদের বয়োজ্যেষ্ঠ একজন সদস্য বৈঠকে সভাপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সভাপ্রধান ও উপ–সভাপ্রধান উভয়ের অনুপস্থিতিতে পরিষদের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী কোনো পরিষদ–সদস্য সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। **পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, কোরাম, ভোটদান, ইত্যাদি।–** (১) সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষিত হইবার ৩০ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে যে পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হইবে অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

(২) পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ন্যূনতম ৬০ (ষাট) জন পরিষদ–সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৩) সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিষদের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; এবং অন্যান্য বিষয়ে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপ্রধান ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন।

১২। **পরিষদ ও উহার সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি।–** পরিষদের কোনো কার্যধারার বৈধতা এবং পরিষদ–সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি জাতীয় সংসদ ও সংসদ–সদস্যদের অনুরূপ হইবে।

১৩। **জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ।–** জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অনুসারে

সংবিধানে জুলাই জাতীয় সনদ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৪। **সংবিধান সংস্কার অবিলম্বে কার্যকর করা।–** (১) এই আদেশের ৮ অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (১)(গ) অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন হইবার পর যে সমস্ত সংস্কার অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভব তা অবিলম্বে কার্যকর করা হইবে এবং এক্ষেত্রে সরকার সকল যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (১) এর সাধারণতা ক্ষুণ্ন না করিয়া [without prejudice to the generality of sub-article (1)] এই আদেশের ৮ অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (১)(গ) অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন হইবার পর ৪৫ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation–PR) পদ্ধতিতে একটি উচ্চকক্ষ গঠন করা হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (২) অনুসারে গঠিত উচ্চকক্ষের মেয়াদ শপথ গ্রহণের তারিখ হইতে এই আদেশ জারির অব্যবহিত পরে গঠিত নিম্নকক্ষের (জাতীয় সংসদের) মেয়াদের শেষ দিবস পর্যন্ত হইবে।

(৪) এই আদেশ জারির অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের সময় উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (২) অনুসারে উচ্চকক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে যেকোনো প্রতিবন্ধকতা দূর করার উদ্দেশ্যে পরিষদ প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

১৫। **পরিষদ কর্তৃক সংবিধান সংস্কার চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশ।–** (১) সার্বভৌম জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তির ভিত্তিতে পরিষদ গঠিত বিধায় তৎকর্তৃক গৃহীত **বা এই আদেশের ৮(১)(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুসারে গৃহীত বলিয়া গণ্য** সংবিধান সংস্কার চূড়ান্ত হইবে এবং উক্তরূপ সংস্কার বিষয়ে অন্য কোনোভাবে অনুমোদন বা সম্মতির প্রয়োজন হইবে না।

(২) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান সংস্কারের পূর্ণাঙ্গ পাঠ এবং উক্তরূপে সংস্কারকৃত সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ পাঠ অনতিবিলম্বে সরকার সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

১৬। **সরকার কর্তৃক নির্দেশনা ইত্যাদি জারি।–** এই আদেশের বিধানাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

তফসিল–১

[এই আদেশের ৪, ৫ ও ৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১।	১	**ভাষা:** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা। সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।
২।	২	**বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয়:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২)–এ বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন' বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে: "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলিয়া পরিচিত হইবেন।"
৩।	৩	**সংবিধান সংশোধন:** সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের নিম্নকক্ষের দুই–তৃতীয়াংশ এবং উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে; তবে প্রস্তাবনাসহ সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুচ্ছেদ যথা ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, যা **অনুচ্ছেদ ৫৮ক, ২ক পরিচ্ছেদ** (৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ) হিসেবে সংবিধানে যুক্ত হবে, তা সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে।
৪।	৪	**সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ:** সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে।
৫।	৫	**ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) সংশোধন করা হবে এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম ও ৬ষ্ঠ তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না।
৬।	৬	**জরুরি অবস্থা ঘোষণা:** (১) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (২) জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধীদলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে এ মর্মে বিধান করা হবে যে, "অনুচ্ছেদ ৪৭ক–এর বিধান সাপেক্ষে কোনো নাগরিকের (ক) জীবনের অধিকার (Right to life) এবং (খ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫–এ বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাবে না।"
৭।	৭	**মূলনীতিসমূহ:** সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ থাকবে।
৮।	৮	**সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশ একটি বহু–জাতি–**গোষ্ঠী**, বহু–ধর্মী, বহু–ভাষী ও বহু–সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।
৯।	৯	**মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ:** নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাবগুলো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হবে, যাতে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও আইনি বিধানাবলি পরিবর্তন করতে পারেন।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১০।	১০	**রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৪)–এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না।
১১।	১১	**রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব:** রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)–এর সংশোধনী আনয়ন করা, যাতে কারো পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন: (১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (২) তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণ, (৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৪) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, এবং (৬) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ।
১২।	১২	**রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই–তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই–তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
১৩।	১৩	**রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে তিনি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে।
১৪।	১৪	**প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ:** একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর থাকতে পারবেন, এজন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।
১৫।	১৫	**প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একই সঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।
১৬।	১৬	**তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা:** সংবিধান সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান সংযুক্ত করা হবে— (১) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। (২) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮খ সংশোধনপূর্বক সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। (৩) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে আইনসভার নিম্নকক্ষের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায়— (১) প্রধানমন্ত্রী, (২) বিরোধীদলীয় নেতা, (৩) স্পিকার, (৪) ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দলের) এবং (৫) সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি— (যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্য থেকে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হবে) মোট ৫ (পাঁচ) সদস্য সমন্বয়ে একটি 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে। কমিটির যেকোনো বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদের স্পিকার সভাপতিত্ব করবেন।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
		(৪) কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের নিকট হতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)–এ বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহ্বান করবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি দল ১ (এক) জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ১ (এক) জন মাত্র ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। (৫) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম দাখিল করবে। কমিটি নিজ উদ্‌যোগেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির নাম অনুসন্ধান ও অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। (৬) পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিকট হতে প্রস্তাবিত নামসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ–আলোচনা করত বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)–এর অধীনে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য হতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। (৭) বাছাই কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী ১২০ (একশত কুড়ি) ঘণ্টার মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য অনুচ্ছেদ ৫৮গ–এ বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। এছাড়া, সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল ২ (দুই) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন। (৮) উপর্যুক্ত দফা (৭)–এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামের তালিকা হতে প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামের তালিকা হতে সরকারি দল যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট ২ (দুই) জনের নামের তালিকা হতে সরকারি দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নিবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে যদি ৪ (চার) জন সদস্য একমত হন তাহলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবেন। (৯) যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনো একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত হবেন; তবে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। উক্ত দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে ১ (এক) জন আপীল বিভাগের বিচারপতি হবেন এবং ১ (এক) জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হবেন। উক্ত ২ (দুই) জন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করার জন্য– (১) সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, (২) কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং (৩) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে। (১০) এই পর্যায়ে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বাছাই কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে ‘র‍্যাংকড চয়েজ’ (Ranked Choice) বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে যেকোনো ১ (এক) জনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
		(১১) উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করবেন না। (১২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বেছে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে না। (১৩) কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র‍্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে র‍্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হলেও উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্য পদ পূরণের অধিকার রাখবেন। (১৪) নিয়োগলাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)–এ বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বেছে নিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ প্রদান করবেন। (১৫) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে, ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি পরবর্তী ১৪ (চৌদ্দ) দিন তথা ৩৩৬ (তিনশত ছত্রিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে ১ (এক) জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবে এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন। (১৬) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)(ঘ) সংশোধনপূর্বক "বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহের পরিবর্তে "পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। (১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবেন। (১৮) সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য, এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হবে। (১৯) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক ৯০ (নব্বই) দিন। তবে দৈব–দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরও সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে। (২০) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তার পদের কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে। (২১) ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮গ(২)–এর বিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থা বহাল থাকবে।
১৭।	১৭	**আইনসভা গঠন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশে একটি দ্বি–কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে, যা নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) সমন্বয়ে গঠিত হবে।
১৮।	১৮	**উচ্চকক্ষের গঠন:** (ক) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation–PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। (খ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হবে শপথ গ্রহণের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে। (গ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০ (দশ) শতাংশ নারী প্রার্থী থাকতে হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১৯।	১৯	**উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা: উচ্চকক্ষ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে:** (ক) নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না; তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকে রাখতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে। (খ) যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। (গ) যেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাবে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। (ঘ) উচ্চকক্ষ থেকে ফেরত পাঠানো বিল যদি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আবারও পাস হয়, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে। (ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।
২০।	২০	**উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, উচ্চকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতার অনুরূপ হবে।
২১।	২১	**জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব:** জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ (একশত) আসনে উন্নীত করা হবে।
২২।	২২	**জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির পদ্ধতি:** (ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০ (পঞ্চাশ) টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)–এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। (খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ৩০০ (তিনশত) সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে, তবে এটি সংবিধানে উল্লেখ করা হবে না। (গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম ১০ (দশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে। (ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে। (ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়)–এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ (পঁচিশ) বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থিতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।
২৩।	২৩	**ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করে ডেপুটি স্পিকার সরকারদলীয় সদস্য ব্যতীত অপর সদস্যদের মধ্য হতে মনোনীত করা হবে।
২৪।	২৪	**সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সভাপতি পদে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া, জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
২৫।	২৫	**জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০–এর বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন।
২৬।	২৬	**আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পর আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন (রেটিফাই) করা হবে।
২৭।	২৭	**প্রতি জনশুমারি বা দশ বছর পর পর সীমানা পুনঃনির্ধারণ:** প্রতি জনশুমারি বা অনধিক ১০ (দশ) বছর পরে সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯–এর দফা ১–এর (গ)–এর শেষে বর্ণিত “এবং” শব্দটির পর ‘আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি অস্থায়ী বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান’ যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (সর্বশেষ ২০২৫ সালে সংশোধিত)–এর ধারা ৮(৩)–এর সঙ্গে যুক্ত করে উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে।
২৮।	২৮	**আপীল বিভাগ থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫–এর বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন।
২৯।	২৯	**আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:** (১) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করবেন। (২) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬–এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।
৩০।	৩০	**আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, “আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাবে।”
৩১।	৩১	**সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointment Commission–JAC) গঠন করা হবে।
৩২।	৩২	**সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান:** সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৩৩।	৩৩	**বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে।
৩৪।	৩৪(ক)	**বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ:** **সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ:** রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেদন তার পরিবর্তে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে।
৩৫।	৩৫	**বিচারকদের পদের মেয়াদ ও তাদের অপসারণ:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬–এ বর্ণিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা ও এর এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে।
৩৬।	৩৬	**বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ:** অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
৩৭।	৩৭	**স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন করা হবে।
৩৮।	৩৮	**নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮(১) সংশোধনপূর্বক এরূপ যুক্ত করা হবে যে, (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে: (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/Selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই/Selection কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা–অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) ‘ইচ্ছাপত্র’ ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থী অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। (খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের ‘জীবনবৃত্তান্ত’ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই–বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। (ঘ) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮–এর দফা (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) অপরিবর্তিত থাকবে। (ঙ) অনুচ্ছেদ ১১৮(৫)–এর সাথে এরূপ যুক্ত হবে: ‘এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে।’
৩৯।	৩৯	**ন্যায়পাল নিয়োগ:** (ক) সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ ৭৭ সংশোধনপূর্বক ৭৭(১)–এ যুক্ত করা হবে যে, “এই সংবিধানের অধীনে দেশে একজন ন্যায়পাল থাকবেন।” (খ) সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে—(১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) সংসদ নেতা, (৪) বিরোধী দলের নেতা, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) রাষ্ট্রপতির একজন প্রতিনিধি (নির্দলীয় ব্যক্তি এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং (৭) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি ন্যায়পাল পদে নিয়োগলাভের উপযুক্ত (সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হবে) এবং এই পদে নিয়োগলাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ‘ইচ্ছাপত্র’ অথবা তথ্য আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তসমূহ যাচাই–বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই–তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হতে একজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করবে; অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (ঘ) ন্যায়পালের যোগ্যতা–অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
৪০।	৪০	**সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৭ সংশোধন/বিলুপ্তিপূর্বক যুক্ত করা হবে যে, (ক) সংবিধানের অধীনে ৩ (তিন) টি সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং প্রত্যেক কমিশন ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। (খ) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধী দলের প্রধান হুইপ, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে মনোনীত করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৭ (সাত) জনকে সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (ঘ) বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নতুন সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করবেন। (ঙ) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। (চ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত সরকারি কর্ম কমিশনসমূহের কোনো চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না। (ছ) "সরকারি কর্ম কমিশন স্বীয় দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবে" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।
৪১।	৪১	**মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৭(১) সংশোধনপূর্বক বিধান করা হবে যে, (ক) (১) জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হতে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) সংসদ উপনেতা, (৩) বিরোধীদলীয় উপনেতা, (৪) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৫) জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, (৬) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের 'জীবনবৃত্তান্ত' যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (গ) বিদায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নবনিযুক্ত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ করবেন। (ঘ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। (ঙ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অপসারিত হবেন না। (চ) "মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
৪২।	৪২	**দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ:** যেহেতু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সেহেতু সেটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে নিম্নরূপ একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হবে: "(১) দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকবে এবং এই কমিশনের নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা হবে: (ক) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যিনি এই বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন), (খ) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, (গ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (ঘ) সরকারি কর্ম কমিশন (সাধারণ)-এর চেয়ারম্যান, (ঙ) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, (চ) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, এবং (ছ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি (যিনি দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন)। উক্ত বাছাই কমিটি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই কমিটি আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে—(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনাগণের নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারসহ ৫ (পাঁচ) জনের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী হবেন। (২) উক্ত কমিটি উপযুক্ত প্রার্থীদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৪ (চার) জনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী চার (৪) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (৩) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার অপসারিত হবেন না। (৪) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে বাছাই প্রক্রিয়া, নিয়োগলাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। (৫) দুর্নীতি দমন কমিশন স্বীয় দপ্তরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।"
৪৩।	৪৩	সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে: রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবেন না এবং অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হবে।
৪৪।	৪৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন: সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
৪৫।	৪৫	**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
৪৬।	৪৬	**সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, প্রজাতন্ত্রের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অধীন হবেন এবং যে সকল সরকারি বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়নপ্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবেন।
৪৭।	৪৭	**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষে পাঠাতে হবে।
৪৮।	৪৮	**সংসদ, সংসদের কমিটি এবং সদস্যদের অধিকার, অধিকারের সীমা ও দায় সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৮(৫) সংশোধন সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার, অধিকারের সীমা এবং দায় নির্ধারণ করা হবে।

তফসিল–২

[এই আদেশের ৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্যদের শপথ ফরম

সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে যিনি শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন তিনিই পরিষদ–সদস্যদের নিম্নরূপ শপথ (ঘোষণা পাঠ) পরিচালনা করিবেনঃ

"আমি,..., সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্য হিসাবে

স্বশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে,

আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন–অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব; এবং

পরিষদ–সদস্য রূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

<u>বিকল্প–২</u>

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫

যেহেতু সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে সংঘটিত ছাত্র–শ্রমিক–জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত গণঅভ্যুত্থানের ফলে ৫ আগস্ট ২০২৪ (২১ শ্রাবণ ১৪৩১) তারিখে তৎকালীন কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটে, ৬ আগস্ট ২০২৪ (২২ শ্রাবণ ১৪৩১) তারিখে জাতীয় সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ৮ আগস্ট ২০২৪ (২৪ শ্রাবণ ১৪৩১) তারিখে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, যাহা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকারিতা ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; এবং

যেহেতু রাষ্ট্রীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সুশাসন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন ব্যবস্থায় সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং উক্ত কমিশনসমূহ স্ব স্ব প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করে; এবং

যেহেতু উপরিউক্ত প্রতিবেদনগুলিতে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশসমূহের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (২৯ মাঘ ১৪৩২) তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে; এবং

যেহেতু জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সহিত আলোচনাক্রমে সংবিধান সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কারের সুপারিশ সংবলিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ প্রণয়ন করে এবং রাজনৈতিক দল ও জোট সম্মিলিতভাবে উক্ত সনদে স্বাক্ষর ও তাহা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে; এবং

যেহেতু সংবিধান সংস্কার বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের অনুমোদন প্রয়োজন এবং তদুদ্দেশ্যে গণভোট অনুষ্ঠান, সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও উক্ত পরিষদ কর্তৃক সংবিধান সংস্কার অপরিহার্য; এবং

যেহেতু উপরে বর্ণিতমতে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করিবার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করা একান্ত প্রয়োজন,

সেহেতু সরকার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রকাশিত জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে এই আদেশ জারি করিল:–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**– এই আদেশ জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে, যাহা অতঃপর “এই আদেশ” বলিয়া উল্লেখিত।

২। **আদেশের প্রবর্তন ও কার্যকরতা।**– জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ফল হিসাবে প্রণীত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আদেশ অবিলম্বে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হইবে, এবং–

(ক) উক্তরূপে গেজেট প্রকাশের তারিখে ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১৩ ও ১৬ অনুচ্ছেদ কার্যকর হইবে; এবং

(খ) ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদ গণভোটের ইতিবাচক ফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে কার্যকর হইবে।

৩। **সংজ্ঞা।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,–

(ক) "গণভোট" অর্থ এই আদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত গণভোট;

(খ) "জাতীয় সংসদ" অর্থ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে গঠিত জাতীয় সংসদ;

(গ) "জুলাই গণঅভ্যুত্থান" অর্থ ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্ট মাসে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থান, যাহার পরিণতিতে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে তৎকালীন সরকারের পতন ঘটে, ৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়;

(ঘ) "জুলাই জাতীয় সনদ" অর্থ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ এবং উক্ত কমিশন কর্তৃক স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫;

(ঙ) **"নির্বাচন কমিশন"** অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(চ) "নির্বাচিত প্রতিনিধি" অর্থ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে গঠিত জাতীয় সংসদের সকল সংসদ–সদস্য;

(ছ) **"পরিষদ"** অর্থ এই আদেশের ৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে গঠিত সংবিধান সংস্কার পরিষদ;

(জ) "সভাপ্রধান" অর্থ এই আদেশের ১০ অনুচ্ছেদ অনুসারে পরিষদের সভায় সভাপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(ঝ) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান; এবং

(ঞ) "সংসদ নির্বাচন" অর্থ এই আদেশ জারির অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন।

৪। **জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত সংবিধান সংস্কার বিষয়ে গণভোট।**– জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই আদেশ এবং ইহার তফসিল–১ এ সন্নিবেশিত জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত অংশ গণভোটে উপস্থাপন করা হইবে।

৫। **গণভোটের ব্যালটে উপস্থাপনীয় প্রশ্ন।**– (১) গণভোটে নিম্নরূপ প্রশ্ন উপস্থাপন করা হইবে –

'আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং ইহার তফসিল–১ এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?'।

(২) ব্যালটের মাধ্যমে গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যালটে প্রত্যেক ভোটার গোপনে ভোটদান করিবেন।

৬। **গণভোট অনুষ্ঠান।**– এই আদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে যথোপযুক্ত সময়ে অথবা উক্ত নির্বাচনের দিন এই আদেশ অনুসারে গণভোট অনুষ্ঠান করা হইবে।

৭। **গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য আইন প্রণয়ন।**– গণভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

৮। **সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও উহার কার্যাবলি।**– (১) গণভোটে উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট ইতিবাচক (হ্যাঁ সূচক) হইলে–

(ক) এই আদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হইবে, **যাহা সংবিধান সংস্কার বিষয়ে গাঠনিক ক্ষমতা** (Constituent Power) **প্রয়োগ করিতে পারিবে**;

(খ) উক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একইসাথে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে এবং এই আদেশ অনুসারে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ হইতে ২৭০ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এই আদেশের তফসিল–১ এ বর্ণিত জুলাই জাতীয় সনদ অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন করিবে এবং তাহা সম্পন্ন করিবার পর পরিষদের কার্যক্রম সমাপ্ত হইবে।

(২) পরিষদের কার্যধারায় অংশগ্রহণের সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পরিষদ–সদস্য হিসাবে অভিহিত হইবেন।

(৩) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ ইহার অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবি, **সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনের পদ্ধতি, উক্ত প্রস্তাব বিবেচনা ও গ্রহণ এবং অন্য সকল বিষয়ে কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করিবে**।

(৪) জাতীয় সংসদ সচিবালয় প.রিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৯। **শপথ এবং শপথ–পাঠ পরিচালনা।–** (১) নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংসদ–সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণের পর একই শপথ অনুষ্ঠানে এই আদেশের তফসিল–২ অনুযায়ী পরিষদ–সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা (এই অনুচ্ছেদে **"শপথ"** বলিয়া অভিহিত) করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন।

(২) সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ–সদস্যদের ক্ষেত্রে যিনি শপথ–পাঠ পরিচালনা করিবেন তিনিই এই আদেশের তফসিল–২ এ বিধৃত ফরমে পরিষদ–সদস্যদের শপথ–পাঠ পরিচালনা করিবেন।

১০। **পরিষদের সভাপ্রধান, ইত্যাদি।–** (১) পরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে পরিষদ–সদস্যগণ ইহার সভাপ্রধান ও উপ–সভাপ্রধান নির্বাচন করিবে; এবং উক্তরূপ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত পরিষদের বয়োজ্যেষ্ঠ একজন সদস্য বৈঠকে সভাপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সভাপ্রধান ও উপ–সভাপ্রধান উভয়ের অনুপস্থিতিতে পরিষদের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী কোন পরিষদ–সদস্য সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। **পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, কোরাম, ভোটদান, ইত্যাদি।–** (১) সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষিত হইবার ৩০ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে যে পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হইবে অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

(২) পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ন্যূনতম ৬০ (ষাট) জন পরিষদ–সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৩) সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিষদের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; এবং অন্যান্য বিষয়ে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপ্রধান ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন।

১২। **পরিষদ ও উহার সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি।–** পরিষদের কোনো কার্যধারার বৈধতা এবং পরিষদ–সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি জাতীয় সংসদ ও সংসদ–সদস্যদের অনুরূপ হইবে।

১৩। **জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ।–** জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অনুসারে সংবিধানে জুলাই জাতীয় সনদ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৪। **সংবিধান সংস্কার অবিলম্বে কার্যকর করা।–** (১) এই আদেশের ৮ অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (১)(গ) অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন হইবার পর যে সমস্ত সংস্কার অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভব তা অবিলম্বে কার্যকর করা হইবে এবং এক্ষেত্রে সরকার সকল যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (১) এর সাধারণতা ক্ষুণ্ন না করিয়া [without prejudice to the generality of sub–article (1)] এই আদেশের ৮ অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (১)(গ) অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন হইবার পর ৪৫ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation–PR) পদ্ধতিতে একটি উচ্চকক্ষ গঠন করা হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (২) অনুসারে গঠিত উচ্চকক্ষের মেয়াদ শপথ গ্রহণের তারিখ হইতে এই আদেশ জারির অব্যবহিত পরে গঠিত নিম্নকক্ষের (জাতীয় সংসদের) মেয়াদের শেষ দিবস পর্যন্ত হইবে।

(৪) এই আদেশ জারির অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের সময় উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (২) অনুসারে উচ্চকক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে যেকোনো প্রতিবন্ধকতা দূর করার উদ্দেশ্যে পরিষদ প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

১৫। **পরিষদ কর্তৃক সংবিধান সংস্কার চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশ।–** (১) সার্বভৌম জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তির ভিত্তিতে পরিষদ গঠিত বিধায় তৎকর্তৃক গৃহীত সংবিধান সংস্কার চূড়ান্ত হইবে এবং উক্তরূপ সংস্কার বিষয়ে অন্য কোনোভাবে অনুমোদন বা সম্মতির প্রয়োজন হইবে না।

(২) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান সংস্কারের পূর্ণাঙ্গ পাঠ এবং উক্তরূপে সংস্কারকৃত সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ পাঠ অনতিবিলম্বে সরকার সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

১৬। **সরকার কর্তৃক নির্দেশনা ইত্যাদি জারি।–** এই আদেশের বিধানাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

তফসিল-১

[এই আদেশের ৪, ৫ ও ৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১।	১	**ভাষা:** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা। সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।
২।	২	**বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয়:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২)–এ বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন' বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে: "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলিয়া পরিচিত হইবেন।"
৩।	৩	**সংবিধান সংশোধন:** সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের নিম্নকক্ষের দুই–তৃতীয়াংশ এবং উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে; তবে প্রস্তাবনাসহ সুনির্দিষ্ট কতগুলো অনুচ্ছেদ যথা ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, যা অনুচ্ছেদ ৫৮ক, ২ক পরিচ্ছেদ (৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ) হিসেবে সংবিধানে যুক্ত হবে, তা সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে।
৪।	৪	**সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ:** সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে।
৫।	৫	**ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) সংশোধন করা হবে এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম ও ৬ষ্ঠ তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না।
৬।	৬	**জরুরি অবস্থা ঘোষণা:** (১) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (২) জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধীদলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে এ মর্মে বিধান করা হবে যে, "অনুচ্ছেদ ৪৭ক–এর বিধান সাপেক্ষে কোনো নাগরিকের (ক) জীবনের অধিকার (Right to life) এবং (খ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫–এ বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাবে না।"
৭।	৭	**মূলনীতিসমূহ:** সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ থাকবে।
৮।	৮	**সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশ একটি বহু–জাতি–গোষ্ঠী, বহু–ধর্মী, বহু–ভাষী ও বহু–সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।
৯।	৯	**মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ:** নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাবগুলো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হবে, যাতে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও আইনি বিধানাবলি পরিবর্তন করতে পারেন।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১০।	১০	**রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৪)–এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না।
১১।	১১	**রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব:** রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)–এর সংশোধনী আনয়ন করা, যাতে কারো পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন: (১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (২) তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণ, (৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৪) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, (৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, এবং (৬) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ।
১২।	১২	**রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই–তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই–তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
১৩।	১৩	**রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে তিনি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে।
১৪।	১৪	**প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ:** একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর থাকতে পারবেন, এজন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।
১৫।	১৫	**প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একই সঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।
১৬।	১৬	**তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা:** সংবিধান সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান সংযুক্ত করা হবে— (১) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। (২) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮খ সংশোধনপূর্বক সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। (৩) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে সংসদের মেয়াদ অবসান হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে আইনসভার নিম্নকক্ষের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায়— (১) প্রধানমন্ত্রী, (২) বিরোধীদলীয় নেতা, (৩) স্পিকার, (৪) ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দলের) এবং (৫) সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি— (যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্য থেকে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হবে) মোট ৫ (পাঁচ) সদস্য সমন্বয়ে একটি ‘নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি’ গঠিত হবে। কমিটির যেকোনো বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদের স্পিকার সভাপতিত্ব করবেন।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
		(৪) কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের নিকট হতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)–এ বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহ্বান করবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি দল ১ (এক) জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ১ (এক) জন মাত্র ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। (৫) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম দাখিল করবে। কমিটি নিজ উদ্‌যোগেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির নাম অনুসন্ধান ও অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। (৬) পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিকট হতে প্রস্তাবিত নামসমূহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ–আলোচনা করত বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)–এর অধীনে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্য হতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। (৭) বাছাই কমিটি গঠিত হওয়ার পরবর্তী ১২০ (একশত কুড়ি) ঘণ্টার মধ্যে এ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য অনুচ্ছেদ ৫৮গ–এ বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট ৫ (পাঁচ) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। এছাড়া, সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল ২ (দুই) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে। যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অবস্থানে থাকে তাহলে সেসব দলের মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন। (৮) উপর্যুক্ত দফা (৭)–এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামের তালিকা হতে প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির নামের তালিকা হতে সরকারি দল যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট ২ (দুই) জনের নামের তালিকা হতে সরকারি দল/জোট যেকোনো একজনকে বেছে নিবে এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যেকোনো ১ (এক) জনকে বেছে নিবে। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হতে যেকোনো একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে যদি ৪ (চার) জন সদস্য একমত হন তাহলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবেন। (৯) যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনো একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত হবেন; তবে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। উক্ত দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে ১ (এক) জন আপীল বিভাগের বিচারপতি হবেন এবং ১ (এক) জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হবেন। উক্ত ২ (দুই) জন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করার জন্য– (১) সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, (২) কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং (৩) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে। (১০) এই পর্যায়ে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উক্ত বাছাই কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে 'র‌্যাংকড চয়েজ' (Ranked Choice) বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে যেকোনো ১ (এক) জনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবেন।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
		(১১) উপর্যুক্ত যেকোনো পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করবেন না। (১২) উপর্যুক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বেছে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে না। (১৩) কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র‍্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগদান করবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে র‍্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হলেও উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্য পদ পূরণের অধিকার রাখবেন। (১৪) নিয়োগলাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)–এ বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে অনধিক ১৫ (পনেরো) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বেছে নিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ প্রদান করবেন। (১৫) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে, ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি পরবর্তী ১৪ (চৌদ্দ) দিন তথা ৩৩৬ (তিনশত ছত্রিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে ১ (এক) জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিবে এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন। (১৬) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮গ(৭)(ঘ) সংশোধনপূর্বক "বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহের পরিবর্তে "পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। (১৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবেন। (১৮) সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য, এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হবে। (১৯) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক ৯০ (নব্বই) দিন। তবে দৈব–দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরও সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে। (২০) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তার পদের কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে। (২১) ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮গ(২)–এর বিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থা বহাল থাকবে।
১৭।	১৭	**আইনসভা গঠন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশে একটি দ্বি–কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে, যা নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) সমন্বয়ে গঠিত হবে।
১৮।	১৮	**উচ্চকক্ষের গঠন:** (ক) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation–PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। (খ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হবে শপথ গ্রহণের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে। (গ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০ (দশ) শতাংশ নারী প্রার্থী থাকতে হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১৯।	১৯	**উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা: উচ্চকক্ষ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে:** (ক) নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না; তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকে রাখতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে। (খ) যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। (গ) যেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাবে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। (ঘ) উচ্চকক্ষ থেকে ফেরত পাঠানো বিল যদি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আবারও পাস হয়, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে। (ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।
২০।	২০	**উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, উচ্চকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতার অনুরূপ হবে।
২১।	২১	**জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব:** জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ (একশত) আসনে উন্নীত করা হবে।
২২।	২২	**জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির পদ্ধতি:** (ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০ (পঞ্চাশ) টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)–এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। (খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ৩০০ (তিনশত) সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে, তবে এটি সংবিধানে উল্লেখ করা হবে না। (গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম ১০ (দশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে। (ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে। (ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়)–এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ (পঁচিশ) বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থিতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।
২৩।	২৩	**ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করে ডেপুটি স্পিকার সরকারদলীয় সদস্য ব্যতীত অপর সদস্যদের মধ্য হতে মনোনীত করা হবে।
২৪।	২৪	**সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সভাপতি পদে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া, জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
২৫।	২৫	**জাতীয় সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০–এর বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন।
২৬।	২৬	**আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পর আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন (রেটিফাই) করা হবে।
২৭।	২৭	**প্রতি জনশুমারি বা দশ বছর পর পর সীমানা পুনঃনির্ধারণ:** প্রতি জনশুমারি বা অনধিক ১০ (দশ) বছর পরে সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯–এর দফা ১–এর (গ)–এর শেষে বর্ণিত “এবং” শব্দটির পর ‘আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি অস্থায়ী বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান’ যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (সর্বশেষ ২০২৫ সালে সংশোধিত)–এর ধারা ৮(৩)–এর সঙ্গে যুক্ত করে উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে।
২৮।	২৮	**আপীল বিভাগ থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫–এর বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন।
২৯।	২৯	**আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:** (১) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করবেন। (২) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬–এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।
৩০।	৩০	**আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, “আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাবে।”
৩১।	৩১	**সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointment Commission–JAC) গঠন করা হবে।
৩২।	৩২	**সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান:** সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৩৩।	৩৩	**বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে।
৩৪।	৩৪(ক)	**বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ:** **সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ:** রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেদন তার পরিবর্তে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে।
৩৫।	৩৫	**বিচারকদের পদের মেয়াদ ও তাদের অপসারণ:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬–এ বর্ণিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা ও এর এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে।
৩৬।	৩৬	**বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ:** অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা হবে।
৩৭।	৩৭	**স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন করা হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
৩৮।	৩৮	**নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮(১) সংশোধনপূর্বক এরূপ যুক্ত করা হবে যে, (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে: (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/Selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই/Selection কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা–অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) 'ইচ্ছাপত্র' ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থী অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। (খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই–বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। (ঘ) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮–এর দফা (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) অপরিবর্তিত থাকবে। (ঙ) অনুচ্ছেদ ১১৮(৫)–এর সাথে এরূপ যুক্ত হবে: 'এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে।'
৩৯।	৩৯	**ন্যায়পাল নিয়োগ:** (ক) সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ ৭৭ সংশোধনপূর্বক ৭৭(১)–এ যুক্ত করা হবে যে, "এই সংবিধানের অধীনে দেশে একজন ন্যায়পাল থাকবেন।" (খ) সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে—(১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) সংসদ নেতা, (৪) বিরোধী দলের নেতা, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) রাষ্ট্রপতির একজন প্রতিনিধি (নির্দলীয় ব্যক্তি এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং (৭) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি ন্যায়পাল পদে নিয়োগলাভের উপযুক্ত (সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হবে) এবং এই পদে নিয়োগলাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' অথবা তথ্য আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তসমূহ যাচাই–বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই–তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হতে একজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করবে; অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (ঘ) ন্যায়পালের যোগ্যতা–অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
৪০।	৪০	**সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৭ সংশোধন/বিলুপ্তিপূর্বক যুক্ত করা হবে যে, (ক) সংবিধানের অধীনে ৩ (তিন) টি সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং প্রত্যেক কমিশন ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। (খ) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধী দলের প্রধান হুইপ, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই–বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই–তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে মনোনীত করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৭ (সাত) জনকে সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (ঘ) বিদায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নতুন সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করবেন। (ঙ) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা–অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। (চ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত সরকারি কর্ম কমিশনসমূহের কোনো চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না। (ছ) "সরকারি কর্ম কমিশন স্বীয় দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবে" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।
৪১।	৪১	**মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৭(১) সংশোধনপূর্বক বিধান করা হবে যে, (ক) (১) জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হতে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হবেন), (২) সংসদ উপনেতা, (৩) বিরোধীদলীয় উপনেতা, (৪) জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ, (৫) জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, (৬) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদায়ী মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের 'জীবনবৃত্তান্ত' যাচাই–বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই–তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে বাছাই করে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (গ) বিদায়ী মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে নবনিযুক্ত মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ করবেন। (ঘ) মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা–অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। (ঙ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অপসারিত হবেন না। (চ) "মহা হিসাব–নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন" বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
৪২।	৪২	**দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ:** যেহেতু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সেহেতু সেটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে নিম্নরূপ একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হবে: "(১) দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকবে এবং এই কমিশনের নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা হবে: (ক) প্রধান বিচারপতি ব্যতীত, আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যিনি এই বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান হবেন), (খ) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, (গ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (ঘ) সরকারি কর্ম কমিশন (সাধারণ)-এর চেয়ারম্যান, (ঙ) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, (চ) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, এবং (ছ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি (যিনি দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন)। উক্ত বাছাই কমিটি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই কমিটি আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে—(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনাগণের নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারসহ ৫ (পাঁচ) জনের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী হবেন। (২) উক্ত কমিটি উপযুক্ত প্রার্থীদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৪ (চার) জনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী চার (৪) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (৩) সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো কমিশনার অপসারিত হবেন না। (৪) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে বাছাই প্রক্রিয়া, নিয়োগলাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনঃনিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। (৫) দুর্নীতি দমন কমিশন স্বীয় দপ্তরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।"
৪৩।	৪৩	**সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে: রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবেন না এবং অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হবে।
৪৪।	৪৪	**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
৪৫।	৪৫	**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
৪৬।	৪৬	**সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, প্রজাতন্ত্রের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অধীন হবেন এবং যে সকল সরকারি বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়নপ্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবেন।
৪৭।	৪৭	**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষে পাঠাতে হবে।
৪৮।	৪৮	**সংসদ, সংসদের কমিটি এবং সদস্যদের অধিকার, অধিকারের সীমা ও দায় সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৮(৫) সংশোধন সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার, অধিকারের সীমা এবং দায় নির্ধারণ করা হবে।

তফসিল–২

[এই আদেশের ৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্যদের শপথ ফরম

সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে যিনি শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন তিনিই পরিষদ–সদস্যদের নিম্নরূপ শপথ (ঘোষণা পাঠ) পরিচালনা করিবেনঃ

"আমি,.., সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্য হিসাবে

স্বশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে,

আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন–অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব; এবং

পরিষদ–সদস্য রূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

সংযুক্তি–৪

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর যে সকল বিষয় অধ্যাদেশ/বিধি জারির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১।	৪৯	**নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ:** নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন করা (যদি ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) এবং উক্ত কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হবে।
২।	৫০	**বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি:** সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা, হালনাগাদ ও প্রয়োগ করা হবে।
৩।	৫১	**সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি:** সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ‘বিচারপতি’ পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে।
৪।	৫২	**সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা:** নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব সচিবালয় থাকবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এই সচিবালয়ে সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে। এই সচিবালয়ের উপর অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে।
৫।	৫৩	**স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন:** একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠনের জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা হবে।
৬।	৫৫	**জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর:** বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
৭।	৫৬	**বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ:** প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা–কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করা হবে।
৮।	৫৮	**কতিপয় আইন রহিতকরণ ও সংশোধন:** ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০’ রহিত করা এবং মেডিয়েশনের বিধান সংবলিত ‘আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করা এবং সালিস আইন, ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
৯।	৬০	**আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন:** আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গ সংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১০।	৬১	**বিচারকদের রাজনৈতিক দলীয় আনুগত্য:** বিচারকদের রাজনৈতিক দলীয় আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হবে।
১১।	৬২	**তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯–এর সংশোধন:** নাগরিকগণ যাতে সহজে ও অবাধে সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Information Act, 2009) পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'–এর আওতাভুক্ত করা হবে।
১২।	৬৩	**অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩ (Official Secrets Act, 1923)–এর সংশোধন:** নাগরিকদের তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Official Secrets Act, 1923 পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে।
১৩।	৬৫	**স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন:** জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে।
১৪।	৬৬	**তিনটি সরকারি কর্ম কমিশন গঠন:** প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ ৩ (তিন) টি সরকারি কর্ম কমিশন গঠন করা হবে—(ক) সরকারি কর্ম কমিশন (সাধারণ): শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সার্ভিস ব্যতীত অন্য সকল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; (খ) সরকারি কর্ম কমিশন (শিক্ষা): শুধু শিক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য; এবং (গ) সরকারি কর্ম কমিশন (স্বাস্থ্য): শুধু স্বাস্থ্য সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য।
১৫।	৬৭	**হিসাব বিভাগ থেকে নিরীক্ষা বিভাগ আলাদাকরণ:** নিরীক্ষা কার্যক্রমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, হিসাব বিভাগ হতে নিরীক্ষা বিভাগের পৃথকীকরণ এবং নিরীক্ষার গুণগতমান উন্নতির জন্য নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা হবে।
১৬।	৬৯	**স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন:** পুলিশ বাহিনীর পেশাদারত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি 'পুলিশ কমিশন' গঠন করা হবে। এই কমিশনের উদ্দেশ্য হবে: (১) শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে পুলিশ যাতে আইনানুগভাবে এবং প্রভাবমুক্তভাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করা। (২) পুলিশ বাহিনীর যেকোনো সদস্যের উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ। (৩) নাগরিকদের পক্ষ হতে পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য/সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণ। কমিশনের গঠন প্রক্রিয়া জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব বিবেচনায় নিতে পারবে: (ক) (১) চেয়ারম্যান: আপিল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যার বয়স ৭৫ (পঁচাত্তর) বছরের ঊর্ধ্বে নয়। (২) সদস্য সচিব: অতিরিক্ত পুলিশ মহা–পরিদর্শকের নিচে নয়, এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, যার বয়স ৬২ (বাষট্টি) বছরের ঊর্ধ্বে নয়।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
		(৩) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতার একজন প্রতিনিধি, যিনি সংসদ সদস্য হবেন। (৪) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার একজন প্রতিনিধি, যিনি সংসদ সদস্য হবেন। (৫) জাতীয় সংসদের স্পিকারের একজন প্রতিনিধি, যিনি সংসদ সদস্য হবেন। (৬) জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকারের (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত) একজন প্রতিনিধি, যিনি সংসদ সদস্য হবেন। (৭) সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়, এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন)। (৮) জেলা জজ পদমর্যাদার নিচে নয়, এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা অথবা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তালিকাভুক্ত একজন আইনজীবী, যার আইন পেশায় ন্যূনতম ১৫ (পনেরো) বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। (৯) একজন মানবাধিকার কর্মী [দেশে অথবা বিদেশে নিবন্ধিত মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থায় ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন]। (খ) কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে ন্যূনতম ২ (দুই) জন নারী সদস্য থাকবেন। (গ) (১), (২), (৭), (৮) ও (৯) নম্বর ক্রমিকের সদস্যদের বাছাইয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি [বিচারক হিসেবে যার অভিজ্ঞতা ১০ (দশ) বছরের কম নয়] সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। (ঘ) চেয়ারম্যান এবং সদস্য সচিব কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হবেন। কমিশনের বাকি ৭ (সাত) জন সদস্য অবৈতনিক হবেন; তবে তাদের কমিশন সভায় যোগদান ও অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভাতা/সম্মানি প্রাপ্তি আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব এবং অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য, এখতিয়ার, জবাবদিহিতা, পদত্যাগের অধিকার এবং অপসারণের পদ্ধতি ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। (ঙ) কমিশনের নীতি–নির্ধারণী ও নির্বাহী কার্যাবলি কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে অনুমোদিত হবে। (চ) কমিশনের মৌলিক দায়িত্ব ও কার্যপরিধি (যা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ থাকবে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখবে) : (১) কোনো পুলিশ সদস্য কর্তৃক আইনের লঙ্ঘন তথা বেআইনি ও বিধি–বহির্ভূত কর্মকাণ্ড নিরূপণকরত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান। (২) পুলিশের আইনানুগ ও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে যেকোনো ধরনের বেআইনি প্রভাব বা হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা প্রদানে কমিশন কর্তৃক নিজ বিবেচনায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান। (৩) পুলিশের কোনো সদস্য বা সদস্যগণের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ আমলে নিয়ে যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান। (৪) কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা মহল কর্তৃক বেআইনি চাপ প্রয়োগ, অবৈধ বা বিধি–বহির্ভূত কাজে বাধ্য করা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো পুলিশ সদস্য কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগ আমলে নিয়ে সে বিষয়ে যথাযথ

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
		তদন্ত করত কমিশনের নিজ বিবেচনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান। (৫) পুলিশি ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধি–বিধানের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত করত সেগুলোকে যথাযথ ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে একটি চলমান সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা করা। (৬) যেকোনো পক্ষ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের তদন্ত ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কমিশন পুলিশের যেকোনো সংস্থা, (যেমন সিআইডি বা পিবিআই) এমনকি প্রয়োজন মনে করলে সরকারের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় তদন্ত পরিচালনারও অধিকার রাখবে। (৭) কমিশনের নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে।
১৭।	৭০	**বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)–এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যেকোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে।
১৮।	৭১	**রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন:** রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে।
১৯।	৭২	**দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে সুবিধাভোগী মালিকানা (beneficial ownership) সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন:** প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়–সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে।
২০।	৭৩	**নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা:** নির্বাচনি আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা: (ক) রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়–ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
২১।	৭৪	**জনপ্রতিনিধিদের সম্পদ ও আয়–ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ:** সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দিবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।
২২।	৭৫	**দুর্নীতিবাজদের বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের করণীয়:** রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দিবে না।
২৩ ।	৭৬	**দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর সংশোধন:** দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ধারা ৮(১) এরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে—আইন, শিক্ষা, প্রশাসন, বিচার, শৃঙ্খলা বাহিনী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনেরো) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হওয়ার যোগ্য হবেন।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
২৪।	৭৭	**বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পদ্ধতি:** দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ধারা ৭(১) থেকে ৭(৫) সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন জানুয়ারি ২০২৫–এর সুপারিশ অনুসরণ করা হবে।
২৫।	৭৮	**দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা:** দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা হবে। এর ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বিচারকসহ যেকোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন অর্থাৎ উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে না।
২৬।	৭৯	**আয়কর আইন, ২০২৩–এর ধারা ৩০৯–এর সংশোধন:** আয়কর আইন, ২০২৩–এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।
২৭।	৮০	**বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনা:** United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)–এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা হবে।
২৮।	৮১	**Common Reporting Standards–এর বাস্তবায়ন:** দেশ বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের Common Reporting Standards–এর পক্ষভুক্ত হওয়া এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা হবে।

সংযুক্তি–৫

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর যে সকল বিষয় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১।	৩৪(খ)	**উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত সম্প্রসারণ:** (১) যে সকল উপজেলা জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা), সে সকল উপজেলা আদালতসমূহ জেলা জজ কোর্টের সাথে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। (২) বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল ও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। (৩) জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে)। অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট, যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা, মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা হবে। (৪) অধঃস্তন আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।
২।	৫৪	**বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি:** বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে।
৩।	৫৭	**আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা:** মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
৪।	৫৯	**আইনজীবীদের আচরণবিধি:** আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে।
৫।	৬৪	**গণহত্যা ও ভোট জালিয়াতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে স্বাধীন কমিশন গঠন:** জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে।
৬।	৬৮	**কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন:** ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে ২ (দুই)টি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে।
৭।	৮২	**দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র প্রণয়ন:** রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ করে ন্যায়পালের কার্যালয়কে এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করা হবে।
৮।	৮৩	**পরিষেবা খাতের কার্যক্রম ও তথ্য অটোমেশন করা:** সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের—বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা–পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য–ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড–টু–এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা হবে।
৯।	৮৪	**Open Government Partnership–এর পক্ষভুক্ত হওয়া:** বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership–এর পক্ষভুক্ত হতে হবে।

পরিশিষ্ট-০২

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৫৫-আইন/২০২৫—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে “জাতীয় ঐকমত্য কমিশন” নামে নিম্নরূপ কমিশন গঠন করিল:

ক) **জাতীয় ঐকমত্য কমিশন:**

(১)	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা	- সভাপতি
(২)	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান	-সহ-সভাপতি
(৩)	জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধান	- সদস্য
(৪)	জনাব সফর রাজ হোসেন, পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান	- সদস্য
(৫)	ড. বদিউল আলম মজুমদার, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান	- সদস্য
(৬)	বিচারপতি এমদাদুল হক, সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	- সদস্য
(৭)	ড. ইফতেখারুজ্জামান, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান	- সদস্য।

খ) কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে কাজ শুরু করিবে;

মূল্য : টাকা ৪.০০

গ) কমিশন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করিবে এবং এই মর্মে পদক্ষেপ সুপারিশ করিবে;

ঘ) কমিশনের কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

ঙ) কমিশনের মেয়াদ হইবে কার্যক্রম শুরুর তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস; এবং

চ) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এই কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৬৭-আইন/২০২৫।—সরকার জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৫৫-আইন/২০২৫ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"চ. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এই কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে"।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহেদা পারভীন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
(মন্ত্রিপরিষদ সচিবের রুটিন দায়িত্বে)

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৭, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৭ মার্চ, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ১০১-আইন/২০২৫।—সরকার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৬৭-আইন/২০২৫ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের দফা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“২। এই প্রজ্ঞাপন ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।”।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(৩৩২৫)

মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ১৮, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৭ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ১৪১-আইন/২০২৫।—সরকার, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন সংক্রান্ত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নম্বর ৫৫-আইন/২০২৫ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের দফা (ক) এর ক্রমিক নং ৩ এবং তদবিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ ক্রমিক নং ৩ এবং তদবিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩) ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন -সদস্য।"।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১০ মে ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ১১, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১১ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৩ আইন/২০২৫।—সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নম্বর ৫৫-আইন/২০২৫ দ্বারা গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করিল।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(৮২০৩)

মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৩৬৫-আইন/২০২৫।—সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নম্বর ৫৫-আইন/২০২৫ দ্বারা গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করিল।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৬, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৪১৪-আইন/২০২৫।—সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নম্বর ৫৫-আইন/২০২৫ দ্বারা গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করিল।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd
(১০৪৫৩)
মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৬৮-আইন/২০২৫।—সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি ও সদস্যগণ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতির মর্যাদা, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের কোনো সদস্য অবৈতনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে চাহিলে বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে না চাহিলে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহেদা পারভীন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
(মন্ত্রিপরিষদ সচিবের রুটিন দায়িত্বে)

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(১৪৫৫)

মূল্য : টাকা ৪.০০

পরিশিষ্ট-০৩

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যগণের নামের তালিকা
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
১.	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা	সভাপতি
২.	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান	সহ-সভাপতি
৩.	ড. বদিউল আলম মজুমদার, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক, সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	সদস্য
৫.	জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-১৬ মে ২০২৫)
৬.	ড. ইফতেখারুজ্জামান, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
৭.	জনাব সফর রাজ হোসেন, পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
৮.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	সদস্য (১৭ মে ২০২৫-)

পরিশিষ্ট-০৪

বিশেষজ্ঞগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কয়েক দফায় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। বিশেষজ্ঞগণের নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক নং	নাম	পদবি/পরিচিতি
১.	বিচারপতি এম এ মতিন	বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি
২.	বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী	বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও গুম সংক্রান্ত কমিশন অফ ইনকোয়ারি এর চেয়ারম্যান
৩.	ড. শরীফ ভূঁইয়া	বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী
৪.	ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক	ডিন (ভারপ্রাপ্ত), আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫.	ব্যারিস্টার ইমরান আবদুল্লাহ সিদ্দিক	বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী
৬.	ব্যারিস্টার তানিম হোসেইন শাওন	বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

পরিশিষ্ট-০৫

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
১.	মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
২.	এস, এম, শাফায়েত হোসেন	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৩.	মোঃ রাজীব হাসান	উপসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৪.	মাসুমা জামান	উপসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৫.	মোঃ সাহিনুর রহমান	উপসচিব (ড্রাফটিং) (চলতি দায়িত্ব) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৬	মোঃ আরিফ রব্বানী খান	সিনিয়র সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৭.	মোঃ নাজমুল হাসান সরকার	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৮.	মোঃ আসাদুজ্জামান	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৯.	মোঃ হোছাইন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১০.	মোঃ মিলন মোল্লা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১১.	রনজিত পাল সুমন	অফিস সহকারী কাম–কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১২.	কৃষ্ণ কান্ত সরকার	অফিস সহায়ক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১৩.	কৌশিক কির্ত্তনিয়া	অফিস সহায়ক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১৪.	মোঃ আসাদুজ্জামান	গাড়ি চালক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
১.	মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন	কমিশনের সহ–সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ–এর একান্ত সচিব
২.	মো. নেছার উদ্দিন আমিন	কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার–এর একান্ত সচিব
৩.	মোহাম্মদ মামুন শিবলী	প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) মনির হায়দার–এর একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)
৪.	পবন চৌধুরী	জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার)

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
১.	এম. এম. ফজলুর রহমান	সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের সমন্বয়কের দায়িত্বপালনকারী
২.	ফ. ব. ম রুহুল আমিন	উপপরিচালক (রিপোর্টিং)
৩.	এইচ. এম. আলী আকবর	উপপরিচালক (রিপোর্টিং)
৪.	মোঃ আলাউদ্দীন	উপপরিচালক (রিপোর্টিং)
৫.	শোয়েব খান	সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং)
৬.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং)
৭.	মোঃ কামরুজ্জামান শেখ	সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং)
৮.	মোঃ বশির উদ্দিন	সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং)
৯.	নজরুল ইসলাম	অফিস সহকারী কাম–কম্পিউটার অপারেটর
১০.	মাসুম রাব্বানী কাইয়ুম	অফিস সহকারী কাম–কম্পিউটার অপারেটর
১১.	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	সাট–মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
১২.	মোঃ আলামীন হোসেন	অফিস সহকারী কাম–কম্পিউটার অপারেটর
১৩.	বিল্লাল হোসেন	অভ্যর্থনাকারী
১৪.	এরশাদ উকিল	অভ্যর্থনাকারী
১৫.	ফোরকান শেখ	কামরা পরিচারক
১৬.	রফিকুল ইসলাম	অফিস সহায়ক
১৭.	ইমরান হোসেন	অফিস সহায়ক
১৮.	আখতারুজ্জামান	অফিস সহায়ক
১৯.	মোহাম্মাদ শরিফুল ইসলাম	অফিস সহায়ক
২০.	রানা ইবনে মাহবুব	অফিস সহায়ক
২১.	মোঃ রাসেল হোসেন	অফিস সহায়ক
২২.	মোঃ হাবিবুর রহমান	অফিস সহায়ক
২৩.	মোঃ শহিদুল ইসলাম	পরিচ্ছন্নতাকর্মী
২৪.	আবুল হাসান সজিব	পরিচ্ছন্নতাকর্মী
২৫.	মোঃ মাহবুব	ড্রাইভার
২৬.	উজ্জল হোসেন	ড্রাইভার
২৭.	আরিফুল ইসলাম	ড্রাইভার
২৮.	মোঃ নজরুল ইসলাম	ড্রাইভার
২৯.	মাহবুবুর রহমান সুমন	অফিস সহায়ক

পরিশিষ্ট-০৬

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত পরামর্শকগণের তালিকা

ক্রমিক নং	পরামর্শকের নাম	পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনের তারিখ
১.	মো. মুসা মিয়া	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
২.	আল আমীন হাওলাদার	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৩.	জিয়াউল ইসলাম	১ মার্চ ২০২৫
৪.	গিয়াস মাহমুদ সিহাব	১ মার্চ ২০২৫
৫.	শাহেদ শরীফ রায়হান	১ মার্চ ২০২৫
৬.	রেজানুর রহমান আকিব	১ এপ্রিল ২০২৫
৭.	আনোয়ার হোসেন ফরহাদ	১ জুন ২০২৫-২৭ আগস্ট ২০২৫